সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

উড়ো চিঠির রহস্য

স্বপ্নদীপ
৭ই শীতলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৫

মাম্পি, পিকু আর

বুলটাকে—

পঞ্চপাণ্ডব

'হিপ হিপ হুররে' বলে হৈ হৈ করতে করতে ঘরে ঢুকল তপু। সঙ্গে পোষা কুকুর টুসি।

'কি ব্যাপার তপুদা এত আনন্দ কিসের?' গাবলু আর লালী বলে উঠল।

'কারণ কাল থেকে ইস্কুল বন্ধ। আবার আমরা রহস্য টহস্যর খোঁজে লেগে পড়ব। কি বলিস রে টুসি?' তপু ওর পোষা কুকুর টুসির মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল।

টুসি কি বুঝল কে জানে, তবে আনন্দে ল্যাজ ট্যাজ নেড়ে কেঁউ কেঁউ করে ওর মনের ভাবখানা জানাতে ভুলল না। ভাবখানা এই, রহস্য একটা হলে মন্দ হয় না।

'যাই বলিস তপু, ওই কালাপাহাড় ঘনশ্যাম গড়গড়ি থাকতে রহস্য ভেদ করে একটুও আনন্দ নেই,' বলে বুম্বাই, 'সব কাজেই যে ও বাগড়া দেয়।'

'বয়েই গেল! রহস্য ভেদ করার মত ক্ষমতা তো আর ঘনশ্যাম গড়গড়ির হবে না। আমাদের সাহায্য ওকে নিতেই হবে দেখে নিস। সেই পোড়া বাড়ির রহস্যের ব্যাপারটাই ধর না,' তপু বলে।

'তা কথাটা ঠিকই বলেছিস, তপু,' বুম্বাই উত্তর দিল।

'তপুদা আমাদের আইসক্রিম খাওয়াবে বলেছিলে,' লালী ছুটে এসে তপুকে জড়িয়ে ধরল।

'খাবিই তো, যতোগুলো তোদের খুশি। আজ আমাদের বাড়ি

তোদের সব্বাইয়ের নেমতন্ন। মা বলে পাঠালেন। আর যা তোফা একখানা রান্না হচ্ছে না!' তপু বলে।

'তাই নাকি? তা কি কি রান্না হচ্ছে একবার বলোই না তপুদা,' লালী আবদার জানাল।

'তবে শোন। পোলাও, পোনা মাছের কালিয়া, ভেটকির ফ্রাই, মুরগীর ঝোল আর আলুবোখরার চাটনি,' তপু বলল।

'অ্যাই তপু, আর বলিসনি ভাই। এমনিতেই পেট চুঁই চুঁই করছে। কিন্তু মিষ্টি টিষ্টি কি হবে?' বুম্বাই বলে।

'মিষ্টি হল রসগোল্লা আর আইসক্রিম যত চাই, বুঝেছিস?' তপু বলে।

'ওঃ দারুণ একখানা ভোজ হবে। তারপর—,' হৈমন্তী বলে।

'তারপর আবার কি?' গাবলু জানতে চাইল।

'তারপর একখানা খুব জমাট রহস্য খুঁজে বের করতে হবে। তাতে যদি ঘনশ্যাম গড়গড়ির কাছেও আমাদের যেতে হয় তাতেও আমরা রাজি। কি বলিস তপু?' হৈমন্তী বলে।

'তা মন্দ বলিস নি, হৈমন্তী। আচ্ছা ঘনশ্যাম গড়গড়িকেও নেমতন্ন করলে কেমন হয়?' তপু জানতে চায়।

'উঁহু। যে আমাদের এমন চমৎকার দলটাকে পঞ্চগাণ্ডব নাম দেয় তাকে নেমতন্ন? কক্ষনও না,' বুম্বাই বলে।

'লোকটা আবার দারুণ পেটুক কিন্তু তপুদা,' লালী বলে।

'তাই নাকি? তুই জানলি কেমন করে রে লালী?' তপু প্রশ্ন করল।

'একদিন ইস্কুল থেকে আসতে আসতে আমি যে ঘনশ্যাম গড়গড়িকে খুব গোগ্রাসে আলুকাবলি খেতে দেখেছিলাম!' লালী জবাব দিল।

লালীর কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠল। তারপর তপু গম্ভীর হয়ে বলে, 'হুঁ ঘনশ্যাম গড়গড়ি আমাদের নাম পঞ্চগাণ্ডব রেখে খুব দুর্নাম দিচ্ছে। ঠিক আছে আমরাও দেখিয়ে দেব এই পঞ্চগাণ্ডবই

কেমন করে রহস্য ভেদ করে বাজীমাত করে দেয়। কি বলিস তোরা?'

সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

'নিশ্চয়ই তাহলে পঞ্চগাণ্ডবই আমাদের নাম হোক। হিপ হিপ হুররে। পঞ্চগাণ্ডব জিন্দাবাদ।' তপু বলে উঠল।

'তা পঞ্চগাণ্ডব নামটা মন্দ নয়। মহাভারতের যুগে পঞ্চপাণ্ডব ছিল, আর এখন না হয় আমরা হলাম পঞ্চগাণ্ডব,' হৈমন্তী বলে।

'ঠিক বলেছিস। হোক আমাদের পঞ্চগাণ্ডব নাম। আমরা অসাধ্য সাধন করব। এখন চল সব আমাদের বাড়ি, তপু কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই টুসি একলাফে লালীর কোলে চড়ে বসল।

'হিপ হিপ হুররে।'

পঞ্চগাণ্ডবের দল হৈ হৈ করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারপর সবাই মিলে রওয়ানা হল তপুর বাড়ির দিকে।

রহস্যময় চিঠি

পুলিশের কর্তা ঘনশ্যাম গড়গড়ি থানা থেকে কাজকর্ম সেরে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে ধপাস করে খাটের ওপর বসে পড়লেন। আজ ধকল কম যায়নি। সকাল থেকে সাইকেলে চড়ে মাইল তিনেক পাড়ি দিয়ে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে পড়েছেন ঘনশ্যাম। তা তাকে দোষ দেয়া যায় না। শরীরে তার মাংসের পরিমাণ একটু বেশিই—বেশি পরিশ্রম তাই ধাতে সয় না।

হাত পা ছড়িয়ে খাটের ওপর টান টান হতে গিয়েই ঘনশ্যামের নজর পড়ল টেবিলের ওপর।

তিনটে চিঠি মনে হচ্ছে।

'হ্যাঁ, চিঠিই তো। ঘনশ্যাম চোখ কুঁচকে টেবিল থেকে খাম তিনটে তুলে নিলেন।

তিনটে মুখ আঁটা সাদা খাম। ওপরে খবরের কাগজ থেকে অক্ষর কেটে লেখা ঘনশ্যামেরই নাম, 'ঘনশ্যাম গড়গড়ি।'

ঘনশ্যাম তিনটে খামই ছিঁড়ে খুললেন। প্রত্যেকটার মধ্যে এক এক টুকরো কাগজ। প্রতিটি কাগজের মাঝখানে সেই খবরের কাগজের অক্ষর কেটে কিছু কথা লেখা।

প্রথম খামের কাগজটায় লেখা: 'ওকে লালকুঠি থেকে তাড়াও।'

মানে? ঘনশ্যাম বোকার মতই কাগজখানার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর দ্বিতীয় কাগজটা তুলে নিতেই নজর পড়ল: 'হালদারকে জিজ্ঞাসা করে নিও ওর আসল নাম কি?'

হালদার আবার কে?

ঘনশ্যাম গড়গড়ির থ্রম্বসিস হবার জোগাড়।

তারপর শেষ টুকরোটা।

'তুমি পুলিশ না ফুলিশ। হালদারের সঙ্গে দেখা কর।'

দুত্তোর! বলেই উঠে দাঁড়ালেন ঘনশ্যাম। যত সব বাজে লোকের চালাকি। কোন চ্যাঙরার কাজ ছাড়া আর কিছু না। খামগুলো দেখেও তো তাই মনে হচ্ছে।

গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ করে উঠলেন ঘনশ্যাম। পুলিশ নিয়ে তামাশা। একবার হাতে পেলে হয় বাছাধনকে, মজা টের পাইয়ে দিতাম। অ্যাঃ! আমায় বলে কিনা ফুলিশ!

তারপর আবার ভাবতে বসলেন ঘনশ্যাম।

অক্ষর কেটে লাগিয়েছে কেন? হুঁ, হুঁ বাবা বুঝেছি—হাতের লেখা গোপন করার মতলব।

হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন ঘনশ্যাম, 'পাঁচুর মা, একবার এখানে এস।'

ঘনশ্যামের তিনকূলে কেউ নেই। পাঁচুর মা'ই সব দেখা শোনা করে। রান্না করা থেকে বাসন মাজা সব।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি। হাতটা মুছে নে যাচ্ছি। এমন হামলাচ্ছে যেন ডাকাত পড়েছে,' পাঁচুর মা'র গলা ভেসে এল।

ঘনশ্যামের মেজাজ চড়ে গেল। আস্পর্ধা তো কম নয় পাঁচুর মা'র। ভেবেছে কি পাঁচুর মা? আমি কি সাধারণ পুলিশ! আমি হলুম গিয়ে এখানকার পুলিশের কর্তা। এ অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমার হুকুম অগ্রাহ্য করা!

মিনিট দুই পরে হাত মুছতে মুছতে পাঁচুর মা এসে দাঁড়াল, 'কি বলছ বল। আজ দুটো কাপ ভেঙে গেছে গো, কর্তাবাবু। গোটা দুই নতুন কাপ…।'

'থামো,' গর্জন করে উঠলেন ঘনশ্যাম, 'কাপের কথা শোনার জন্য তোমাকে ডাকিনি।'

'জলের কুঁজোটাও…,' পাঁচুর মা বলতে গেল।

'পাঁচুর মা! তোমাকে অফিসের কাজে ডেকেছি,' পুলিশি মেজাজে চেঁচিয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম।

'নাও কি বলবে বল। আমি ডাল চড়িয়ে এসেছি,' পাঁচুর মা গজগজ করতে থাকে।

'তোমাকে গোটা দুই প্রশ্ন করব ঠিক ঠিক জবাব দিও।'

'কি প্রশ্ন করবে কর,' ঘনশ্যামের মেজাজ দেখে একটু ঘাবড়ে গেল পাঁচুর মা।

'এই তিনটে চিঠি দেখছো তো? এগুলো কোথা থেকে এল—টেবিলে রাখলোই বা কে?'

'ওমা! ওগুলো তো আমিই রেখিচি। তোমার নাম নেকা যে,' পাঁচুর মা জবাব দিল।

'কোথা থেকে এসেছে এগুলো?' কড়া স্বরে জানতে চাইলেন ঘনশ্যাম।

'একটা তো নেটার বক্সে ছিল। আর দুটো ওই যে দরজার সামনে পড়েছিল।'

'কাউকে এগুলো আনতে দেখোনি? ঠিক করে বল পাঁচুর মা,' ঘনশ্যাম তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন।

'উহু' কাউকে দেখিনি, কর্তাবাবু। খারাপ খপর নাকি, কর্তাবাবু?' পাঁচুর মা জানতে চাইল।

'না,' গর্জন করে উঠলেন ঘনশ্যাম, 'সব ব্যাপারটাই তামাশা—দেখ, পাঁচুর মা, লালকুঠি বলে কোন নাম শুনেছ?'

'লালকুঠি? না, কর্তাবাবু শুনিনি। নীলকুঠি নয় তো? বড় ভালো মানুষ একজন থাকেন সেখেনে,' পাঁচুর মা বলে।

'থামো। নীলকুঠি বলিনি—লালকুঠি,' ঘনশ্যাম গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আর দেখ, কেউ যদি এরকম চিঠি আনে তাকে চিনে রাখা চাই। মনে রেখো কথাটা।'

'রাখবো গো কর্তাবাবু। দুটো কাপের কথা বলছিনু যে···।'

'চুলোয় যাক কাপ। এখন বিদেয় হও,' ঘনশ্যাম খিঁচিয়ে উঠলেন।

পাঁচুর মা গজগজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে চলে যেতেই ঘনশ্যাম আবার চিঠি তিনটের ওপর নজর দিলেন।

লালকুঠি! লালকুঠি আবার কি? এ তল্লাটে লালকুঠি নামে তো কোন বাড়ি টারি নেই। তাহলে গোটা ব্যাপারটাই ঠাট্টা? কিন্তু এমন ঠাট্টা কে করতে পারে? কার এমন বুকের পাটা? হঠাৎ একটা অস্বস্তি জাগলো ঘনশ্যামের মনের মধ্যে। তারপরেই তার মুখখানায় আস্তে আস্তে একটা কুটীল হাসি জেগে উঠতে চাইলো।

'সেই হোঁদল কুত্‌কুত্‌ ছোকরা। তপন মিত্তির। নির্ঘাৎ সেই ছোকরা—আমাকে এই রকম চিঠি পাঠানো ওরই কাজ। আমাকে এই রকম ভুল পথে ওই চালাতে চাইছে,' ঘনশ্যাম আপন মনেই চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আচ্ছা আমিও বাছাধনকে এবার বুঝিয়ে দেব পুলিশকে নিয়ে তামাশার ফল কেমন।'

ব্যাপারটা আবিষ্কার করে মনটা বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল ঘনশ্যামের। আর ঠিক তখনই পাঁচুর মা চ্যাচাতে চ্যাচাতে ঘরে ঢুকল।

'কর্তাবাবু, কর্তাবাবু—এই যে আবার একটা চিঠি এয়েচে।'

একেবারে আঁতকে উঠলেন ঘনশ্যাম গড়গড়ি। 'অ্যা! আবার চিঠি।'

'কাউকে দেখেছ?' খাড়া হয়ে বসলেন ঘনশ্যাম।

'না কর্তাবাবু কাউকে দেখিনি,' জবাব দিল পাঁচুর মা।

'কেউ আসেনি সকালে?'

'সেই গয়লার ছেলে ন্যাড়া—'

'ন্যাড়া?' ক্ষেপে উঠলেন ঘনশ্যাম, 'তাহলে সেই হতচ্ছাড়া। আচ্ছা আমিও ঘনশ্যাম গড়গড়ি দেখে নেব বাছাধনকে···।'

'কিন্তু কর্তাবাবু, ন্যাড়া বড্ড ভাল ছেলে গো—,' পাঁচুর মা ন্যাড়ার কথা ভেবে আকুল হয়।

'ন্যাড়া নয়,' একটা কুটীল হাসি জাগল ঘনশ্যামের মুখে, 'কে তা আমি জানি। বাছাধনের মুখের হাসি এবার শুকিয়ে যাবে। হুঁ হুঁ বাবা ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।'

কর্তার মুখ দেখে আর কিছু বলার সাহস পেল না পাঁচুর মা। আস্তে আস্তে সে ঘর ছেড়ে চলে যেতেই ঘনশ্যাম শেষের চিঠিখানা খাম ছিঁড়ে বের করেই ঘাবড়ে গেলেন। আবার সেই কাগজ কেটে লেখা: 'হালদারের সঙ্গে দেখা না করলে কপালে দুঃখ আছে।'

'নাঃ, আর সন্দেহ নেই—এ চিঠি সেই তপাই লিখছে,' গর্জন করে উঠলেন ঘনশ্যাম। 'এর ফল ওকে হাতে হাতে পেতে হবে—এবার ঠিক ফাঁদে পড়েছে বাছাধন। আমিও এখনই দেখছি—পুলিশের সঙ্গে তামাশা।'

ঘনশ্যাম সাইকেল নিয়ে সেই ভর দুপুরেই বেরিয়ে পড়লেন তপন মিত্তিরের বাড়ির দিকে।

তপন অর্থাৎ তপন মিত্তিরের বাড়ির গেটের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছোট্ট লোমওয়ালা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল ঘনশ্যামের দিকে।

ঘনশ্যাম সাইকেল থেকে নেমেই এলোপাথারি পা ছুঁড়তে লাগলেন

কুকুরটার দিকে, 'দূর হ হতভাগা কুকুর—চুঃ চুঃ ভাগ এখান থেকে। হতচ্ছাড়া যেমন প্রভু তার তেমন কুকুর।'

কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে ততক্ষণে তপনও বাইরে বেরিয়ে এসেছে, 'আরে, মিঃ গড়গড়ি যে। এই টুসি আয়, এদিকে আয়। কি ব্যাপার মিঃ গড়গড়ি কিছু দরকার আছে বুঝি ?' তপু বলে।

'তোমার ওই নেড়ি কুত্তাকে সামলে রাখ আগে। আমার কয়েকটা কথা বলার আছে তোমার সঙ্গে।' ঘনশ্যাম হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'খুব চালাক বলে নিজেকে মনে কর তাই না, তপন মিত্তির—ওই চিঠি পাঠাচ্ছিলে কেন ?'

'চিঠি ? কিসের চিঠি ? আপনি কি বলছেন বুঝতেই পারছি না,' অবাক হয়ে বলে তপু, 'আসুন, বাড়ির মধ্যে আসুন।'

ঘনশ্যাম তপুর ডাক শুনে তু এক মিনিট ভেবে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

নতুন রহস্য ?

ঘনশ্যাম ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিলেন বার কয়েক। তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ধপাস করে। বেচারি! উত্তেজনায় একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছেন ঘনশ্যাম।

'তোমার বাবা বাড়িতে আছেন ?' জিজ্ঞেস করলেন ঘনশ্যাম গম্ভীর হয়ে।

'না তো। তবে বুম্বাইরা আছে,' বলে তপু, 'উত্তেজনা টুত্তেজনা কিছু নেই। কিছু রহস্যের ব্যাপার আছে নাকি মিঃ গড়গড়ি ? বলুন না সাহায্য করতে পারি।'

'তোমার সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন ঘনশ্যাম।

'তাহলে ?' মাথা চুলকালো তপু।

'তোমার বন্ধুরা অর্থাৎ সেই পঞ্চপাণ্ডবেরা সবাই তাহলে এ বাড়িতে হাজির? চমৎকার! আমি যা বলব তারাও তাহলে শুনুক,' ঘনশ্যাম রহস্যময় হাসি হাসলেন।

তপু কথাটা শুনে বাইরে গিয়ে জোরে গলা ছেড়ে সকলকে ডাকতেই ভয় পেয়ে তরাক্ করে লাফিয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম। আর সঙ্গে সঙ্গে টুসিও ঘরে ঢুকে ঘনশ্যামের পায়ের কাছে ঘেউ ঘেউ করতে সুরু করে দিল।

'কুকুরটাকে সরিয়ে নাও তপন—যাচ্ছেতাই নেড়ি কুত্তা কোথাকার,' হাঁক ছাড়লেন ঘনশ্যাম।

'টুসিকে নেড়িকুত্তা বলবেন না মিঃ গড়গড়ি, আমরা ভালবাসি না,' তপু বলে।

'কেন বলব না? আলবাত্ বলব,' গর্জন করলেন ঘনশ্যাম।

সঙ্গে সঙ্গেই হৈ হৈ করতে করতে ঘরে ঢুকে পড়ল বুম্বাই, হৈমন্তী, গাবলু আর লালী।

ঘরে ঢুকে ঘনশ্যাম গড়গড়িকে দেখেই বুম্বাই বলে, 'আরে মিঃ গড়গড়ি—আপনি? কি আশ্চর্য কাণ্ড!'

'ও পঞ্চপাণ্ডবেরা সকলে হাজির, তাহলে? কোন বদ মতলব ভাঁজা হচ্ছিল নিশ্চয়ই?' ঘনশ্যাম চারপাশে তাকালেন।

'না। আজ এখানে আমাদের নেমন্তন্ন,' হৈমন্তী বলে।

'বটে। যাক, এবার আমার কথাগুলো একবার শুনে রাখ। হেড অফিসে জানাবার আগে আমি জানতে চাই এ বিষয়ে তোমাদের কি বলবার আছে।'

'বেশ তো বলুন না আপনার গল্পটা, মিঃ গড়গড়ি,' তপু বলে।

তপুর জবাব শুনে কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে ঘনশ্যাম, 'চালাকি করে কোন লাভ হবে না, তপন মিত্র।'

'চালাকি,' সত্যিই অবাক হয় তপু।

'হ্যাঁ, চালাকি আর তামাশা। পুলিশের সঙ্গে তামাশার ফল এবার

তোমার হাতে হাতেই মিলবে.' নিজের কথাগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন ঘনশ্যাম।

'কিন্তু আপনি কি বলছেন তার মাথামুণ্ডু কিছুই যে বুঝতে পারছি না, মিঃ গড়গড়ি,' তপু বলে।

'আজ সকালে কি করছিলে জানতে পারি? যাক, কষ্ট করার দরকার নেই—আমিই বলছি,' ঘনশ্যাম বলেন, 'আজ সকালে গয়লার ছেলে হ্যাড়ার ছদ্মবেশে তুমিই বেরিয়েছিলে। আর···।'

'আমি দুঃখিত হলাম মিঃ গড়গড়ি, একাজ আমি মোটেও করিনি,' তপু জবাব দিয়ে বলে, 'অবশ্য এরকম ছদ্মবেশটা নিলে বেশ মজাই হতো। তবে আপনাকে তো মিথ্যে বলতে পারবো না—মিথ্যে কথা আমি কখনও বলি না। আমি গয়লার ছেলে সাজিনি, ঠিক ঠিক বলছি।'

'বটেই তো—বটেই তো,' গলা চড়িয়ে বলতে লাগলেন ঘনশ্যাম, 'এরপরেই বলবে আমার লেটার বক্সেও কোন চিঠি ফেলে আসোনি—দরজার সামনেও ভূতে এসে বাকি দুটো চিঠি ফেলে গেছে।'

তপু সত্যি সত্যিই একেবারে হাঁ হয়ে গেল। পঞ্চপাণ্ডবের অন্যান্য সাকরেদদের অবস্থাও তথৈবচ। সবাই ঘনশ্যামের কথাগুলো শুনে একেবারে থ।

ঘনশ্যাম সকলের ভাব দেখে আরও গলা চড়ালেন, 'পরের বারে চিঠিটা কোথায় ফেলবে বলে ফেল এবার—যাতে নজর রাখতে টাখতে পারি।'

'তা ধরুন আপনার ড্রয়ারে কিংবা কোটের হাতার মধ্যে,' তপু হালকা গলায় বলতেই সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই বলে উঠল,' বা আপনার রান্নাঘরের উনুনের তলায়।'

ঘনশ্যাম প্রথমে ঠাট্টাটা বুঝতে পারলেন না। তারপরে সেটা বুঝতে পেরেই রেগে একেবারে বেগুনী হয়ে গেলেন। লালী তো ভয় পেয়ে তপুর পিছনে লুকিয়ে পড়ল।

'হুঁ, এখন খুব হাসছো দেখতে পাচ্ছি। কাজটা যে তোমাদের

তাতে আর সন্দেহ নেই। পুলিশ নিয়ে তামাশার ফল হাতে হাতেই এবার পাবে।,

'মিঃ গড়গড়ি, আপনি যা বলছেন মাথামুণ্ডু সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না। দয়া করে সব ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন আমাদের?' ঘনশ্যাম যে এবার সত্যি সত্যিই চটেছেন বুঝতে পেরেই তপু কথাগুলো বললো।

'তপন মিত্তির, তুমিই যে এসবের মূল গায়েন আমি জানি,' ঘনশ্যাম খসখসে গলায় বললেন, 'সব ব্যাপারটাতেই তোমার বদবুদ্ধির গন্ধ পাচ্ছি আমি—বেনামা চিঠি পাঠানো যে মজার নয় সেটা এবার হাড়ে হাড়ে মালুম হবে।'

'বেনামা চিঠি কি?' লালী ফস্ করে বলে ওঠে।

'বেনামা চিঠি হল যে চিঠিতে লেখক নামটাম দেয় না, বুঝলি। খুব কাপুরুষ দুষ্টু লোকরাই এরকম চিঠি দেয়,' তপু বুঝিয়ে বলে, 'তাই না মিঃ গড়গড়ি।'

'গুছিয়ে বলেছ তো বেশ,' ভারী গলায় ঘনশ্যাম জবাব দেন, 'তোমার নিজেকেই যেন হাজির করলে মনে হচ্ছে।'

'মিঃ গড়গড়ি, সত্যিই বলছি আমি কিছুই জানি না, তা আপনি বিশ্বাসই করছেন না কথাটা,' তপু বলে।

'বটে। এই চিঠি তিনটে তুমি লেখনি?' গর্জন করে উঠলেন ঘনশ্যাম। এবং পকেট থেকে চিঠি তিনটে বের করে তপুর হাতে দিলেন তিনি।

তপু চিঠি তিনটে একে একে খুলে ধরতেই সবাই ঝুঁকে পড়ল ওর ওপর।

'তাই তো, খুব আশ্চর্য ব্যাপার তো। হালদার লোকটা কে হতে পারে? আর তাকে লালকুঠি থেকে তাড়াতেই বা হবে কেন?' তপু আপন মনে বলে।

তপু চিঠি তিনটে খুলে ধরতেই একে একে সবাই ঝুঁকে পড়ল ওর ওপর...পৃ-১৫

'লালকুঠি আবার কোথায়?' হৈমন্তী বলল, 'পলাশডাঙার তো লালকুঠি বলে কোন বাড়ি-টাড়ি নেই। নীলকুঠি একটা আছে, সেটা নীলকর সাহেবরা নাকি করে বানিয়ে ছিল।'

'চিঠিগুলো সব খবরের কাগজের অক্ষর কেটে লাগানো,' রাই বলে।

'তার মানে কেউ হাতের লেখা গোপন করতে চায়,' গাবলু ল উঠলো।

'ওঃ দারুণ একখানা জমপ্রেস রহস্য!' জোরে হাততালি দিয়ে লো লালী।

'মিঃ গড়গড়ি, আপনি বলছেন চিঠিগুলো কে রেখে গেছে জানেন , তাই না?' তপু জানতে চাইল।

'কথাটা তোমারই ভালো করে জানা আছে, তপন মিত্তির। যখনই নলাম সকালে ন্যাড়া এসেছিল তখনই বুঝেছি এসবের গোড়ায় মি.' কড়া গলায় বললেন ঘনশ্যাম।

'আমি আবার বলছি, আমি কিছুই জানি না। তবে এটাও ক, বেশ কিছু রহস্য এর পেছনে আছে,' তপু বলে।

'সেটা আমিও যে জানি না তা নয়, শ্রীমান তপন মিত্তির,' নশ্যাম গম্ভীর হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'তোমার পরিণামটা ভালো হবে , মনে রেখ।'

'কথাটা অনেকবার বলেছেন মিঃ গড়গড়ি। আপনার চিঠিগুলো ল নিয়ে এবার তবে আসুন,' তপু বলে।

'তোমার চিঠি তুমিই রাখতে পার,' ঘনশ্যামের গলায় রাগ ঝরলো। বে একথাটা ভাল করে জেনে রেখ আর একখানা চিঠিও যদি মি পাই তাহলে সব ব্যাপারটা আমি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট চাকলাদারকে নাবো।'

'সেটা বোধহয় এখনই করা ভালো, মিঃ গড়গড়ি। এর মধ্যে রুণ রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি আমি,' তপু বলে।

'ঠিক আছে দেখা যাবে,' বলেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে প্রায় ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘনশ্যাম। সঙ্গে সঙ্গেই টুসি ঘেউ ঘেউ করতে করতে দরজার দিকে ছুটে গেল।

'টুসি, টুসি চুপ করে এখানে বোস,' তপু একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

'তাহলে তপুদা, আবার একখানা রহস্য হাতে পাওয়া গেল?' গাবলু বলে।

'রহস্য বলে, রহস্য। এ হল লালকুঠির রহস্য। এবার সুরু হল আমাদের গোয়েন্দাগিরি, কি বলিস লালী?' তপু বলে।

'হিপ হিপ হুররে। পঞ্চপাণ্ডব জিন্দাবাদ!' লালী বলে উঠল।

"ঘনশ্যামের দুশ্চিন্তা"

ভয়ানক রকম রেগে মেগেই ঘনশ্যাম বাড়ি ফিরলেন। ওই তপন মিত্তির হোঁদল কুত্‌কুত্‌টা প্রতিবারই তাকে ঝামেলায় ফেলে। ঘনশ্যাম প্রতিবারই ঠিক বুঝেও কিছুই করতে পারেন না। যাক, এবার অন্ততঃ ওর ছদ্মবেশ আর চালাকিটা হাতে হাতে ধরে ফেলেছেন ঘনশ্যাম। পাঁচুর মাকে এখনই বলতে হবে বেনামী চিঠির সেই রহস্যটা তিনি ভেদ করে ফেলেছেন।

সাইকেলটা দরজার পাশে খাড়া করে রেখে ঘরে ঢুকতেই ঘনশ্যামের নজরে পড়ল পাঁচুর মা ঘর মুছছেন।

ঘনশ্যামকে দেখেই পাঁচুর মা বলে, 'এই যে কর্তাবাবু, কতবার বনু একখানা বালতি এনে দাও তা···।'

'পাঁচুর মা—' বাধা দিলেন ঘনশ্যাম. 'সেই চিঠিগুলো। একজনকে ধরে খুব—যাকগে, এ চিঠি আর আসছে না দেখে নিও। দিয়েছি বাছাধনকে খুব কষে,' খুশি খুশি মনে হয় ঘনশ্যামকে।

'সেকি কর্তাবাবু, বলছ কি গো। চিঠি তো এয়েছে। সেতো

'আপুনি বেইরে যেতেই চায়ের কেটলির মধ্যে সেধুনো—,' পাঁচুর মা অবাক হয়ে বলে।

'অসম্ভব!' প্রায় আঁতকে উঠলেন ঘনশ্যাম।

'সত্যি গো কর্তাবাবু,' পাঁচুর মা বলে।

ঘনশ্যামের পা দুটো আর তার ভার সইতে পারলো না। ধপাস করে তিনি খাটের ওপর বসে পড়লেন, 'ও—ওটা কতক্ষণ আগে এসেছে? আগে থেকেই ছিল?'

'না গো কর্তাবাবু। আমি তো তখন কেটলি ধুয়ে রাখনু। তারপর আপুনি বেইরে গেলেই দেখনু চিঠিখানা,' পাঁচুর মা বিশদ করে বলে।

ঘনশ্যামের কপাল ঘেমে উঠলো। দারুন বোকা বনেছেন তিনি আবার তপন মিত্তিরের কাছে। হুঁ, তাহলে বোঝা যায় তপন মিত্তির এই চিঠি দিতে পারে না। কারণ চিঠিটা যখন এসেছে তখন তিনি পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে। তাহলে—?

ঘনশ্যামের অবস্থা দেখে পাঁচুর মা বলে, 'শরীর খারাপ করল নাকি কর্তাবাবু?' 'না না, তুমি কাজে যাও দেখি,' কাঁপা গলায় বললেন ঘনশ্যাম।

পাঁচুর মা চলে যেতেই টেবিলের ওপর থেকে সেই চিঠিখানা তুলে নিলেন ঘনশ্যাম।

হুঁ, সেই একই রকম খাম। চিঠিখানা বের করতেই ঘনশ্যামের নজরে পড়ে কাগজের অক্ষর কেটে বসানো লেখাটার দিকে।

'যা বলা হল তা করছ না কেন জানতে পারি কি, মিঃ গবেট?'

গবেট! ঘনশ্যামের সারা মুখ খয়েরী হয়ে উঠল। ওঃ! লোকটাকে যদি একবার মুঠোয় পাওয়া যায়। পুলিশকে গবেট বলার ফল তাহলে হাতে হাতে দেয়া যায়।

ঘনশ্যামের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। নাঃ, ব্যাপারটা আর সুপার চাকলাদারকে মোটেও জানানো যাবে না। জানালেই তিনি সব শুনে ওই হোঁদল কুতকুত তপন মিত্তিরকেই রহস্যটা খোঁজ করার ভার দেবেন।

হতচ্ছাড়া তপন মিত্তির। ঘনশ্যামের সব রাগ আবার গিয়ে পড়ল তপুর ওপর। তারপরেই ভাবতে লাগলেন ঘনশ্যাম। এখন একমাত্র করণীয় হল এই বাড়িটার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা দরকার—কে চিঠি দিচ্ছে তাহলেই জানা যাবে। কিন্তু কেমন করে নজর রাখা যায় প্রতিটা মিনিট?

হুঁ। হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম। ওঃ কথাটা এতক্ষণ কেন যে মনে পড়ে নি। সত্যিই তো তার ভাগ্নে টম্যাটোর কথাটা যে আগে মনে পড়ে নি। টম্যাটোকেই নিজের কাছে দিন কয়েক এনে রাখলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ছোঁড়া চালাক চতুর। সেই লক্ষ্য রাখবে।

কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন ঘনশ্যাম। তাড়াতাড়ি আবার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে যেতেই পাঁচুর মা বেরিয়ে এল, 'সেকি গো কর্তাবাবু, খাওয়া দাওয়া করবেন নি? মাংসের পোলোয়া—।'

'সময় নেই। বিকেলে ফিরব—,' বলতে বলতেই রাস্তার আড়ালে হারিয়ে গেলেন ঘনশ্যাম।

কথাটা শুনে খুশিই হয় পাঁচুর মা। হাসতে হাসতে বলে, তা ওবলাই এসো গে—পোলোয়াটা আমিই গে···।'

ইতিমধ্যে পঞ্চপাণ্ডবের দলও চুপচাপ বসে ছিল না। নতুন একটা আনকোরা রহস্যের গন্ধ পেয়ে সবাই গোল হয়ে বসে আলোচনা করছিল।

'ব্যাপারটা কি মনে হয় তপু?' হৈমন্তী জানতে চাইল।

'কেউ নিশ্চয়ই কোন বদ মতলবে কাজ করছে,' তপু বলে, 'চল সবাই এবার একটু রাস্তায় বেরুনো যাক। বুদ্ধির জটটা ছাড়ানো দরকার।'

'হিপ হিপ হুররে,' সকলে হৈ হৈ করে পথে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় বেরুতেই হঠাৎ ওদের কানে ভেসে এল একটা বেসুরো গানের কলি।

'নির্ঘাৎ টম্যাটো,' গাবলু বলে ওঠে।

'ওই গান আমি চিনি, ঠিক টম্যাটো,' লালী বলে।

বলতে বলতেই ওদের সামনে এসে দাঁড়াল ছোট্টখাট্টো টম্যাটো সরখেল।

'আরে টম্যাটো কোত্থেকে হাজির হলি রে?' বুম্বাই চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি এখন একজন গোয়েন্দা। আমি যে মামার কাছে থাকছি আজ থেকে,' টম্যাটো হাসি মুখে বলে, 'চল, অনেক কথা বলার আছে, দারুণ সব মজার ব্যাপার।'

'বলিস কি ঘনশ্যাম গড়গড়ির সঙ্গে আছিস,' তপু বিশ্বাসই করতে পারল না কথাটা, 'তোর কান দুটো আস্ত আছে তো? চল, আবার সবাই বাড়ির মধ্যে। টম্যাটোর কথাগুলো শুনতে হবে।'

আবার সবাই হৈ হৈ করতে করতে তপুদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

টম্যাটোর নতুন কাজ

টম্যাটোর কাছে আসল ব্যাপারটা শুনে সবাই একেবারে যাকে বলে তাজ্জব। বলে কি টম্যাটো? সে নাকি ওর মামা ঘনশ্যাম গড়গড়ির কাছে থাকতে এসেছে। মাথা খারাপ না হলে এমন কাজ কেউ করে। ঘনশ্যাম গড়গড়ি একেবারে সাক্ষাৎ কংস মামা। নির্ঘাৎ বেচারার কপালে খুব দুর্গতি আছে।

'কি বলে তুই টপাৎ করে মামার কাছে থাকতে এলি, টম্যাটো?' লালী জিজ্ঞেস করল টম্যাটোকে।

'তোর কান দুটো এবার নিশ্চয়ই একেবারে গোল্লায় যাবে,' বুম্বাই বলে।

'আর তোর যা বড় বড় জুলফি, তোর মামার টানতে খুব সুবিধে হবে দেখে নিস,' গাবলু ফোরন কাটল।

'এবার কাজের কথা হোক,' তপু বলে, 'হঠাৎ মামার কাছে চলে এলি কেন? আর গোয়েন্দাই বা হলি কেমন করে?'

'বলছি শোন, তপুদা। দুপুর বেলা ভাত খেতে বসেছি আর ঠিক তক্ষুনি মা বলে উঠলেন 'এই দেখ তোদের মামা এসেছে। ওমা চমকে গিয়ে গলায় ভাত টাত আটকে তাকিয়ে দেখলাম টুপী মাথায় ঘামতে ঘামতে মামা ভর দুপুরে হাজির।'

'তারপর?' বুম্বাই আর হৈমন্তী বলে ওঠে।

'আমার ছোট বোনটা তো ভয় পেয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়ল। মামা পুলিশের জামা পড়ে ছিল কিনা। আমিও পালাবো কিনা ভাবছিলাম তখনই মামা বলল, 'খবরদার টম্যাটো পালাবি না। তোর জন্যে একটা কাজ জোগাড় করেছি—পুলিশের কাজ।'

'তারপর?' এবার সবাই আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

'তারপর তো মামা আমার পিঠ টিঠ চাপড়ে বলল 'একটু গোয়েন্দা গিরি করতে হবে—। আমি তো এবার ভয় পেয়ে সত্যি সত্যিই পালাতে যাচ্ছি—তক্ষুনি মামা বলে কাজটা করলে আমাকে টাকাও দেবে। শুনে তো মা ও একেবারে হাঁ হয়ে গেল। বলে কি মামা টাকা দেবে?'

'বলে যা টম্যাটো, খুব মজা লাগছে,' লালী বলে।

'বলছি,' টম্যাটো বলে, 'মামা এবার বলল রোজ আমাকে দুটাকা করে দেবে। মা কিছু বলার আগেই আমি বলে ফেললাম এক্ষুনি যাব মামা—রোজ একটা করে আইসক্রিমও খাওয়াতে হবে কিন্তু। অমনি মামা বলল, 'ঠিক আছে তাই দেব।' ব্যাস্ অমনি মামার সঙ্গে চলে এলাম। রোজ দুটাকা রোজগার, উঃ ভাবা যায় না।'

'তাও আবার ঘনশ্যাম গড়গড়ির কাছ থেকে,' লালী বলে উঠল।

'একটাও কান ছেঁড়া না গিয়ে,' হৈমন্তী বলে।

'হুঁ, অতএব সুরসুর করে তুই চলে এলি? তোর মা আপত্তি করলেন না?' তপু জিজ্ঞেস করে।

'মা তো আমাকে কদিন কোথাও পাঠাতে পারলেই বাঁচে,' টম্যাটো বলে।

'তা তোর কাজটা কি রকম?' তপু জিজ্ঞেস করল।

'ভারি মজার কাজ, তপুদা। মামার কোয়ার্টারের কাছে কেউ ঘোরাঘুরি করছে কিনা আর বেনামী চিঠি পত্তর ফেলছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে। কাউকে যদি দেখিয়ে দিতে পারি তাহলে আরও কড়কড়ে পাঁচ টাকা বখশিস মিলবে।'

'ওঃ ঘনশ্যাম গড়গড়ি যে দাতা কর্ণ হয়ে গেল রে?' হৈমন্তী বলে

'হুঁ,' তপু এবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'তাহলে একটা ব্যাপার বোঝা গেল, ঘনশ্যাম আমাকে সেই বেনামী চিঠির লেখক বলে ভাবছে না।'

'ঠিক বলেছো তপুদা। মামা বিকেলে বলে ছিল ওই চিঠিগুলো নিয়ে আর তোমাকে মাথা-টাথা ঘামাতে হবে না, ওগুলো পুড়িয়ে ফেল। মামা একাই সব সামলাতে পারবে,' টম্যাটো বলে।

'তাহলে ঘনশ্যাম রহস্যটা হাত থেকে ঝেড়ে ফেলল কি বলিস তপু?' গাবলু প্রশ্ন করে।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' তপু বলে।

'কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবেরা এটা ছাড়ছে না,' হৈমন্তী বলল।

'কক্ষনও না। হিপ হিপ হুররে। পঞ্চপাণ্ডব জিন্দাবাদ।' সকলে বলে উঠল।

'তাহলে এখন কি করব সবাই?' টম্যাটো জানতে চাইল।

'এখন আমরা সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব আর এক ঠোঙা করে আলুকাবলি খাব।' তপু বলে,' এটা আমাদের রহস্য খোঁজার জন্যে প্রথম সভা। কি? সবাই রাজি?'

'রাজি-রাজি,' সকলে হৈ হৈ করে উঠল।

'পঞ্চপাণ্ডব জিন্দাবাদ।' লালী বলে উঠতেই সকলে গলা মেলালো।

'এরপর আমার টবিতার খাতাটাও আনবো,' টম্যাটো বলে, 'একটা

নতুন টবিতা লিখেছি—তবে শেষ করতে পারিনি। সকলকে শোনাবো।'

টম্যাটো যে কবিতা টবিতা লেখে পঞ্চপাণ্ডব জানতো। কিন্তু সকলে টম্যাটোর কবিতার নাম রেখেছে টবিতা। আর টম্যাটোর নাম টবি।

'হিপ হিপ হুররে। টবি টম্যাটো জিন্দাবাদ,' সকলে বলে উঠল।

প্রথম সূত্র

পরদিন সকালে তপু পঞ্চপাণ্ডবের বাকি সকলের জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময়েই বুম্বাই আর লালী এসে পড়ল।

'কি ব্যাপাররে তপু রহস্যট. কিছু ধরতে পারলি?' বুম্বাই জানতে চাইল।

'নাঃ। ব্যাপরটা যে খুব সহজ তা মনে হচ্ছে না,' তপু বলে।

সঙ্গে সঙ্গেই হৈ হৈ করতে করতে ঢুকল হৈমন্তী আর গাবলু। আর টুসিও ঘেউ ঘেউ করে আনন্দে ডাকতে সুরু করল। একটু পরেই টম্যাটোও হাজির।

'কিছু টাকাকড়ি পেলি, টম্যাটো?' লালী জানতে চাইল।

'নাঃ। প্রতিবারই মামা বলছে খাওয়ার পর দেবে,' টম্যাটো ব্যাজার হয়ে বলে, 'বললাম একটা টাকা আগাম দাও, তাও মামা মাথা নাড়ল।'

'ও টাকা তোর জলেই গেল রে, টম্যাটো,' লালী বলে।

'অ্যাঁ!' টম্যাটো কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

'তা যাক। আসল কথাটা হল তুই কাউকে দেখতে পেলি টম্যাটো?' তপু জিজ্ঞেস করে।

'না, কাউকেই দেখিনি। মামাও মনমরা— আর চিঠিপত্তরও যে আসেনি,' টম্যাটো বলে।

'কিন্তু লোকটা কে হতে পারে?' হৈমন্তী বলে।

'মনে হয় কোন আসামী টাসামী হবে। তাই বোধ হয় হাতের লেখাটাকে গোপন করার জন্যেই ওই রকম কাগজের অক্ষর সেঁটে চিঠি দিচ্ছিল,' তপু বলে।

'আরও একটা খবর আছে, তপুদা,' টম্যাটো বলে।

'কি খবর?'

'খবর হল মামা পরের চিঠিটায় কারও হাতের ছাপ আছে কিনা দেখতে গিয়েছিল। কোন ছাপ টাপ নেই।'

'মানে লোকটা নির্ঘাৎ পুরনো জেলখাটা দাগী আসামী,' তপু বলে, 'নিশ্চয়ই দস্তানা ব্যবহার করেছে।'

'ঠিক বলেছিস তপু, এ না হয়ে যায় না,' বুম্বাই বলে।

'অ্যাঁ,' টম্যাটো বলে ওঠে. 'লোকটা সাঙ্ঘাতিক নাকি তপুদা? আমাকে দেখলে যদি গুলি করে বসে?'

'উঁহু—তা মনে হয় না', তপু বলে, 'আমার মনেই হয় না তুই ওকে খুঁজে বের করতে পারবি। লোকটা নিশ্চয়ই অসম্ভব চালাক।'

'তুই কাউকেই সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখিস নি?' বুম্বাই বলে।

'আচ্ছা টম্যাটো, ঘনশ্যাম বেরিয়ে গেলে বাড়িটায় কে থাকে?' তপু জানতে চাইল।

'শুধু পাঁচুর মা। পাঁচুর মা কেউ এলেও দেখতে পাবে না। এই তো কাল পাশের বাড়ির ছেলেটা বল নেবার জন্যে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকলেও পাঁচুর মা জানতেও পারেনি।'

'পাশের বাড়ির ছেলে? আচ্ছা তাকে কেউ ওই চিঠি ফেলতে বলতে পারে তো?' হৈমন্তী জানতে চাইল।

'আমি ওই ছেলেটার ওপর নজর রেখেছিলাম,' টম্যাটো বলে।

'হুঁ। এবার একটু ওই চিঠিগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।' তপু চিঠি তিনটে পকেট থেকে বের করল। 'প্রথমটায় কি ছিল? হ্যাঁ, 'ওকে লালকুঠি থেকে তাড়াও।' দ্বিতীয়টা হচ্ছে 'হালদারকে জিজ্ঞাসা করে নিও ওর আসল নাম কি?' তৃতীয়টা হল 'তুমি পুলিশ না

ফুলিশ?' হালদারের সঙ্গে দেখা কর।' আর চার নম্বর হল 'হালদারের সঙ্গে দেখা না করলে কপালে দুঃখ আছে।'

'আর পাঁচ নম্বরটা আমি বলছি,' টম্যাটো বলে, 'মামার টেবিলে পড়েছিল—সেটা হল 'যা বলা হল তা করছ না কেন জানতে পারি কি, মিঃ গবেট?'

সকলে হো হো করে হেসে উঠল, 'মামা খুব ক্ষেপে গেছিল,' টম্যাটো বলে।

'তা গবেট বললে তো ক্ষেপবেই,' লালী বলে।

'যাক। আসল কথাটা হল ওই চিঠিগুলোর মানে কি?' তপু বলে।

'একটা কথা ঠিক, লালকুঠি নামে একটা বাড়ি কোথাও আছে,' লালী বলে।

'আর হালদার নামে একটা লোকও সেখানে থাকে,' গাবলু বলে।

'আর সেটাও তার আসল নাম নয়,' হৈমন্তী জবাব দেয়।

'এবং সে ছদ্মনাম ব্যবহার করলে তার নিশ্চয়ই খুব গোপন একটা কারণ টারণও আছে—এবং তার মানে হল একসময় সে কোন অপরাধও করে থাকতে পারে' বুম্বাই বলে।

'তা না হয় হল—কিন্তু তাকে লালকুঠি থেকে তাড়াবো কেন,' ভ্রূ কুঁচকে বলল তপু। 'এখন আমাদের প্রথম কাজ হল লালকুঠি নামের বাড়িটা খুঁজে বের করা। তা না হলে কোন কাজই হচ্ছে না।'

'ঠিক। কিন্তু ওই লোকটাকে চেনার আর উপায় নেই?' হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করলো।

'কাগজ থেকে অক্ষর কেটে লোকটা লিখেছে,' তপু চিন্তিত কণ্ঠে বলে, 'আমরা তো সবাই জানি খবরের কাগজের দুদিকেই ছাপা থাকে। দেখা যাক ওই অক্ষরগুলোর পিছনে কি রকম কথা আছে। দেখে তো মনে হয় লোকটা কাগজই ব্যবহার করেছে।'

'কিন্তু ওই অক্ষরগুলো কি খুলতে পারা যাবে?' টম্যাটো বলে।

'যাবে। আমি কায়দা জানি,' তপু বলে।

'আচ্ছা তা না হয় খোলা গেল—কিন্তু একটা কথা হল লালকুঠি বাড়িটা কোথায় থাকতে পারে?' লালা জানতে চাইল।

'তপুদা তুমিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক। তুমিই একটা পথ বাতলাও,' টম্যাটো বলে।

'তার আগে গরম মুড়ি না খেলে বুদ্ধি টুদ্ধি খুলবে না বুঝলি। টম্যাটো দৌড়ে গিয়ে দোকান থেকে ছ' ঠোঙা মুড়ি আনতো,' তপু বলে।

'হিপ হিপ হুররে। ঠিক বলেছো তপুদা,' বলেই টম্যাটো এক ছুটে বাইরে চলে গেল।

একটু পরে টম্যাটো মুড়ির ঠোঙা নিয়ে সকলের হাতে এক একটা ঠোঙা তুলে দিয়েই বলল, 'আমার সেই টবিতাটা একটু শুনবে তপুদা?'

'ঠিক বলেছিস। গরম মুড়ির সঙ্গে টবিতা—চমৎকার। শুরু করে দে টম্যাটো,' তপু বলে।

তপুর কথায় উৎসাহ পেয়ে গম্ভীর হয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোট খাতা বের করে টম্যাটো ওর একেবারে টাটকা লেখা টবিতা থেকে পড়তে স্থুরু করল।

'পোড়ো বাড়ি'

—টম্যাটো সরখেল

ছোটো পোড়ো বাড়িটায়
ছিল লোকজন,
এখন সে পড়ে আছে
খুব নির্জন।
বলে সে যে 'কেউ নেই
ঘরগুলো খালি,
সদরে যে তালা আঁটা...'

এই পর্যন্ত পড়েই টম্যাটো সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

তপু তাড়াতাড়ি বলল, 'কিরে থামলি কেন, টম্যাটো, চমৎকার হয়েছে, পড়ে যা।'

'আর যে এগুতে পারিনি তপুদা,' কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল টম্যাটো, 'ওই কটা লাইন লিখতে কতদিন লেগেছে যদি জানতে—মোট তিনমাস। তপুদা, বাকি লাইনগুলো কি করি বলতো? তুমি মিলিয়ে দাও না—পারবে?'

তপু হেসে ফেললো, 'তা চেষ্টা করলে টবিতাটা না হয় শেষ করতে পারি। দেতো তোর খাতাখানা দেখি একবার।'

টম্যাটোর কাছ থেকে খাতাখানা নিয়ে গড়গড় করে একবারও না থেমে তপু পড়ে চলল। টম্যাটোর লেখা শেষ লাইনেও একবারও থামল না। ব্যাপার দেখে টম্যাটোর একেবারে চোখ কপালে উঠল।

ছোটো পোড়ো বাড়িটায়
ছিল লোকজন,
এখন সে পড়ে আছে
খুব নির্জন।
বলে সে যে 'কেউ নেই
ঘরগুলো খালি,
সদরে যে তালা আঁটা
ঝরে গেছে বালি।
চারদিকে কাঁটা ঝোপ
ফোটে নাকো ফুল,
ঝিঁঝি ডাকে থেকে থেকে
ভরা শুধু ঝুল।
একদিন নাম মোর
ছিল লালকুঠি,
একা একা পড়ে আছি
আজ মোর ছুটি।'

সব্বাই একেবারে চুপ। বুম্বাই, গাবলু, হৈমন্তী আর লালী অবাক হয়ে তাকালো শুধু তপুর দিকে। আর টম্যাটো তো একেবারে চোখ কপালে তুলে সেই যে বসেছে তা আর যেন নামতেই চায় না। এমন কি টুসিও সব বুঝে যেন চুপ।

সব চেয়ে খারাপ অবস্থা সত্যিই টম্যাটোর। তপু কেমন করে যে ব্যাপারটা করল! টম্যাটো বেচারি তিনমাস চেষ্টায় ওই কটা লাইন লিখতে হিমশিম—আর, আর তপু শুধু একবার উঠে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে বাকিটা বলে গেল? একটু ভাবতেও হল না। শেষ পর্যন্ত কথা-টথা খুঁজে পেল টম্যাটো, 'যা বলেছিলাম, তপুদা, তুমি একটা দারুণ। এটা তোমারই টবিতা।'

'নারে, টম্যাটো, টবিতাটা তোরই। তুই আরম্ভ না করলে আমি শেষই করতে পারতাম না,' তপু বলে।

'আমি ভেবেই পাই না, তপুদা তুমি কেমন করে এমন কাণ্ড করো—কি চমৎকার একখানা নামও দিলে পোড়ো বাড়িটার—লালকুঠি।' টম্যাটো বলে।

কিন্তু তপু টম্যাটোর কথা শুনছিল না। ও আনমনে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিল। লালী তাই দেখে ভয় পেলে বলে, 'কি তপুদা, তোমার কি হল?'

তপু এবার ফিরে তাকাল, 'নাঃ কিছুই হয়নি—একটা কথা ভাবছিলাম। তোরা বোধ হয় খেয়াল করিসনি। টবিতার মধ্যে লালকুঠি নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছি শুনেছিস তো? এখন ব্যাপারটা হল, লালকুঠি বলে কোন নাম না থাকলেও একটা ইট বের করা লালবাড়ি থাকতে পারে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস তপু,' হৈমন্তী বলে উঠল।

'তাহলে লালকুঠি নামে কোন বাড়ি না খুঁজে এমন একটা লালরঙের পুরনো বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে যেখানে হালদার নামে একটা লোক থাকে,' বুম্বাই বলে উঠল।

'হিপ হিপ হুররে'! তপুদা জিন্দাবাদ,' টম্যাটো বলে উঠল।

'উঁহু, পঞ্চপাণ্ডব জিন্দাবাদ,' তপু হেসে বলে উঠল।

লালকুঠির খোঁজে

তপুর কথায় সবাই এবার আবার নতুন করে আলোচনা করতে বসে গেল। ঠিক কথা, এমন একখানা পোড়ো বাড়ি খুঁজে বের করা চাই যার রঙ লাল। তাহলেই গোড়ার থেকে সুরু করা চলবে। কে জানে লালকুঠি মানে হয়তো তাইই।

'কিন্তু লালকুঠি নাম থাকবে না কেন?' হৈমন্তী জানতে চাইল।

'থাকলেও থাকতে পারে। মোট কথা বাড়িটাতো খুঁজে বের করা যাক,' লালী বলে।

'তবে লাল রঙের কুঠি হলেও অন্য নামও তো থাকতে পারে?' গাবলু বলে।

'অসম্ভব নয়। আসল কথা হল রঙটা,' বুম্বাই বলল।

'কিন্তু তারপরেই আরও একটা ঝামেলা থেকে যাচ্ছে, তপু। সেটা হল লালকুঠি খুঁজে পেলেও সেইখানে হালদার নামের একটা লোকও তো চাই।,' হৈমন্তী বলে।

'ওই বেনামী চিঠির কথাগুলো অবশ্য যদি সত্যি হয়,' লালী বলল।

'ওঃ দারুণ একখানা মতলব বের করেছ। মামার সাধ্যি নেই এরকম কিছু আবিষ্কার করে,' টম্যাটো বলে।

'ঘনশ্যাম পারবে কেমন করে সে তো আর তপুদার টবিতা শোনেনি। তপুদা এবার বল কখন লালকুঠি খুঁজতে বেরুবে? আমার তো তর সইছে না,' গাবলু বলে।

'ঠিক বলেছিস। আর আলোচনা করে সময় টময় নষ্ট করে লাভ নেই। যাকে বলে শুভস্য শীঘ্রম। এবার সবাই আমরা লালকুঠির খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।' তপু বলে।

'তপুদা, মামা যদি জিজ্ঞেস করে সারা সকাল কি করলাম, তাহলে বলব তোমাদের সঙ্গে দেখাই করিনি,' টম্যাটো বলে।

'খবরদার টম্যাটো, মিথ্যে কথা বললে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে তোর আর কোন রকম সম্বন্ধ থাকবে না, জেনে রাখিস,' তপু চেঁচিয়ে ওঠে।

'তাহলে কি বলব মামাকে, তপুদা? মামা ঠিক জিজ্ঞেস করবে দেখে নিও,' টম্যাটো কাঁদো কাঁদো গলায় বলে।

একটু ভাবল এবার তপু। 'ঠিক আছে টম্যাটো, তুই বলিস আমাদের সঙ্গে তুই লালকুঠির খোঁজে বেরিয়েছিলি। কিছু একটা না বললে ঘনশ্যাম গড়গড়ি তোকে বোধ হয় আর আস্ত রাখবে না।'

'কিন্তু ঘনশ্যামও যদি লালকুঠির খোঁজে বের হয়?' টম্যাটো বলে বাধা দিয়ে।

'তা আর কি করব বল—লালকুঠি দেখে বেড়াতে যে কেউ পারে। কিরে টুসি, তুইও আমাদের সঙ্গে আসবি নাকি?' তপু টুসিকে আদর করল।

টুসি যেন জবাব দেবার জন্যেই একলাফে লালীর কোলে চড়ে বসল।

এবার হৈ হৈ করতে করতে পঞ্চপাণ্ডবের দল রাস্তায় বেরিয়ে এল।

'সবাই দাঁড়া,' তপু হুকুম করতেই সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ব্যাপারটা হল সকলে একসঙ্গে গিয়ে কোন লাভ নেই। বরং এক এক দলে দুজন করে যাওয়া যাক। প্রত্যেকে আশে পাশের সব বাড়ির দিকে নজর রেখে চলতে থাকবি। কোন লাল রঙের বাড়ি দেখলেই সেখানে খোঁজ খবর নিতে হবে। তবে পোড়ো বাড়ি হওয়া চাই। আমি আর লালী সোজা এই রাস্তা ধরে যাব—তোরা কোন রাস্তায় যাবি ঠিক করে নে।'

এরপর তপু আর লালী চলতে সুরু করতেই, টম্যাটো আর গাবলু এক রাস্তায় আর অন্য রাস্তায় চলল হৈমন্তী আর বুব্বাই।

'সবাই একঘন্টা পরে ঠিক এই তেমাথার কাছে এসে দাঁড়াবি, মনে থাকে যেন,' তপু বলল।

তপু এগিয়ে চলতে চলতে বলল, 'লালী তুই রাস্তার একদিকটা লক্ষ্য

করে চল, আর আমি অন্য দিকটায় লক্ষ্য রাখছি। অবশ্য এদিকটায় বাড়ি-টারি খুব কম।

দুজনে চলতে চলতে বেশ খানিকটা এগুলেও লাল রঙের কোন বাড়ি ওদের চোখে পড়ল না। সবকটা বাড়িই বেশ নতুন।

তপু আর লালী অনেকক্ষণ এগুনোর পর লালী হঠাৎ বলে উঠল, 'তপুদা দেখ দেখ একটা লাল রঙের বাড়ি।'

'হুঁ, তাই তো। বাড়িটা তো বেশ পুরণোও মনে হচ্ছে। চল এগিয়ে দেখা যাক,' তপু তাড়াতাড়ি বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল, লালী আর টুসিও পিছনে পিছনে চলল।

একটু এগুতেই ওদের নজর পড়ল বাড়িটার দরজার পাশের দেয়ালে। সেখানে লেখা 'শান্তি আলয়,' দাশপাড়া।

'হুঁ, বাড়িটার নাম তো লালকুঠি নয় রে লালী। এখন দেখতে হবে এ বাড়িটায় হালদার বলে কেউ থাকে টাকে কিনা,' তপু বলে গম্ভীর হয়ে। তারপর দরজার কড়া নাড়া উচিত হবে কিনা ভাবতে ভাবতেই টপাৎ করে দরজাটা খুলে গেল। আর এক বেশ বয়স্কা মহিলা ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'কি চাই তোমাদের?' মহিলা জিজ্ঞেস করলেন তপুদের।

'মানে, ইয়ে এখানে হালদার নামে কেউ থাকেন কি?' তপু তাড়াতাড়ি বলে।

'থাকেই তো। আমরাই হালদার। তা বাছা, তোমরা কোন হালদারকে চাইছ?'

এবার তপুও একটু ঘাবড়ে গেল। বলে কি, এরাই হালদার? এত সহজেই যে কিস্তিমাত হবে তপু ভাবতেই পারেনি। ও তাই সামলে নিয়ে বলে, 'রসময় হালদার বলে কেউ থাকেন এখানে?'

'না। আমার স্বামীর নাম তো জনার্দন হালদার। ওই তো সে আসছে, মহিলা বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন বুড়ো মত লোক এসে দাঁড়াতেই মহিলাটি বললেন, 'এরা রসময় হালদারকে খুঁজছিল।'

তাহলে ভুল হয়েছে, মাপ করবেন, তপু বলল···পৃ-৩৪

'রসময় হালদার? না, এরকম কেউ নেই এবাড়িতে,' বুড়ো জবাব দিল।

'আচ্ছা, এ বাড়িটার নাম কোনদিন লালকুঠি ছিল বলতে পারেন?' তপু অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল।

'লালকুঠি? কৈ না। এ বাড়ির নাম তো 'শান্তি আলয়', চিরকালই তো তাই,' বুড়ো বলল।

'তাহলে ভুল হয়েছে, মাফ করবেন.' বলে তপু ফিরে 'দাঁড়াল, চল রে লালী. এবার ফেরার সময় হয়ে গেছে। চল রে টুসি।'

ওরা আবার সেই তেমাথার দিকে ফিরে চলল। সেখানে পৌছেই ওরা দেখল টম্যাটো, গাবলু, বুম্বাই আর হৈমন্তী সবাই আগেই হাজির।

'কিছু হল?' তপু সকলকে জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক বলা যাচ্ছে না,' গাবলু বলে, 'চল, তোমার ঘরে চল. তারপর আমরা সকলে আলোচনা করে দেখি কে কি খুঁজে পেলাম।'

নতুন আবিষ্কার

পঞ্চপাণ্ডব আর টম্যাটো হৈ হৈ করতে করতে এবার তপুর ঘরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে টুসিও। তপু কাঁচের বাক্স থেকে বিস্কুট বের করে সকলের হাতে দিতেই টুসি এক লাফে তপুর হাত থেকে দুখানা বিস্কুট ছিনিয়ে নিল।

'অ্যাই টুসি ভয়ানক লোভী হয়েছিস তুই, কি রকম মোটা হচ্ছিস দেখেছিস?' তপু বলে।

'তুমি আর বোলো না তপুদা, যা একখানা মুটিয়েছো তুমিও,' লালী বলে।

'এবার কাজের কথা হোক,' তপু বলে, 'কে কি রকম আবিষ্কার করলি বল।'

'আগে তুমিই বল তপুদা,' গাবলু বলে উঠলো।

'বেশ তাই বলছি,' তপু বললো, 'তবে বলবার মত তেমন কিছুই নেই। আমরা একটা খুব বড় বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলাম—রঙটাও লাল। আর ওখানে যারা থাকে, শুনলে অবাক হবি—তাদের নামটাও হালদার।'

সবাই তড়াক করে খাড়া হয়ে বসল। 'বলিস কি তপু? তোরা সটান গিয়ে সেই লালকুঠি আর হালদারদের খুঁজে পেয়ে গেলি?' বুম্বাই দারুণ আশ্চর্য হয়ে বলে।

'উঁহু, অত খুশি হসনি রে। ব্যাপারটা হল, বাড়িটা মোটেও লালকুঠি নয়, আর হালদাররাও সেই হালদার নয়। এক বুড়ো আর বুড়ী থাকে। সব খাটুনিটাই বৃথা,' তপু বলে। 'তোদের কথা বল, হৈমন্তী।'

'আমাদেরও বলার মত তেমন কিছু নেই,' বুম্বাই বলে, 'আমি আর হৈমন্তী অবশ্য একটা লাল বাড়ি খুঁজে পেয়েছি—একেবারে টকটকে লাল ইঁটে তৈরী। খুউব পোড়ো একখানা বাড়িই।'

'তবে বাড়িটার নাম হল নব নিকেতন,' হৈমন্তী জানায়, 'বাড়িটা একেবারে খালি। আমরা বাগানের মধ্যে ঢুকে দেখলাম। বাড়িটা খালি বুঝলাম কি করে জান, দেখলাম দরজার বাইরে একটা বোর্ড ঝুলছিল—তাতে লেখা, 'বিক্রয় হইবে'।'

'বাড়িটা দেখলে ভয় লাগে—বেশ পোড়ো বাড়ি,' বুম্বাই বলে, 'বড় বড় থাম, বেশ চওড়া বারান্দা।'

'বাড়িটা দেখে আমারও গা'টা কেমন শিরশির করে উঠতে চাইছিল। তোর কবিতার কথাটাই মনে পড়ে যাচ্ছিল, সেই যে,

বলে সে যে, 'কেউ নেই
ঘরগুলো খালি,
অদরে যে তোলা আঁটা
ঝরে গেছে বালি।'

'তবে আমরা বাড়িটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাইনি তপু। কেন জানিস, এক নম্বর হল বাড়িটার নাম লালকুঠি নয়, নব নিকেতন। তারপর দু' নম্বর হচ্ছে, বাড়িটা একদম খালি—ওখানে হালদার-টালদার কেউই নেই,' বুম্বাই বলে।

'ঠিক বলেছিস। টম্যাটো আর গাবলু, তোরা কিছু খুঁজে পেয়েছিস?' তপু জিজ্ঞেস করল।

'আমরা দুটো লালবাড়ি খুঁজে পেয়েছি,' গাবলু বলে, 'তার মধ্যে একটা হলেও হতে পারে।'

'বলিস কি। দারুণ আবিষ্কার করেছিস তো,' তপু সোজা হয়ে বসে, 'শীগগির বল।'

'প্রথম বাড়িটা টম্যাটো খুঁজে পায়,' গাবলু বলে।

নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে টম্যাটো এবার বলে, 'খুব পুরনো বাড়িটা। বাড়িটা দেখে মনে হয় লালকুঠি নাম হতেও পারে। তাই খোঁজ নিতে গেলাম হালদার বলে কেউ থাকে কিনা, বুঝলে তপুদা।'

'তা ওই নামে কেউ আছে!' তপু জানতে চাইল।

'নাঃ,' হতাশ গলায় বলে টম্যাটো, 'একটা লোক বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিলো। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল আগরওয়ালা না কে একজন মাড়োয়ারী থাকে,' টম্যাটোর গলা শুনে তপু হো হো করে হেসে উঠল।

'এবার তোর কথাটাই শুনি, গাবলু বল,' তপু বলে।

'আমি যে বাড়িটা পেলাম সেটা স্টেশন রোড বরাবর। একেবারে ওমাথায়। খুব পুরনো অবশ্য নয় বাড়িটা। দরজার সামনে একটা নোটিশ ঝুলছিল—তাতে লেখা 'হালদার ও রায় গাছ বিক্রেতা।'

'অ্যাঁ! হালদারের নাম আছে?' তপুর আগ্রহ জেগে উঠতেই ও তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, তা আছে বটে, তবে আমার কিন্তু মনে হয় বাড়িটা না হতেও পারে,' বুম্বাই বলে।

'তাহলে তপুদা, এবার কি করব?' টম্যাটো জানতে চাইল, 'চুঃ—মামা যদি একবার শোনে সকালবেলায় আমরা কি করেছিলাম— ।'

'সে যা হয় একটা মতলব বের করা যাবে। এখন আমাদের কাজ হল যে কটা বাড়ি আমরা সবাই মিলে দেখেছি তার মধ্যে সত্যি সত্যিই কোনগুলো সন্দেহজনক আমাদের ঠিক করে নিতে হবে। তারপর একে একে খোঁজ খবর নিতে হবে,' তপু বলে।

'উঃ, অনেক বেলা হয়ে গেল, মামা আমাকে খাওয়ার সময় দু'টাকা দেবে বলেছে,' টম্যাটো কথা শেষ করেই একেবারে বাড়ির বাইরে ছুটল।

বাকি সকলেও যে যার বাড়িতে রওয়ানা হতেই তপু নিজের ঘর ছেড়ে খাওয়ার ঘরে ঢুকল।

খাওয়ার ঘরে ঢুকতেই তপুর মা তপুকে দেখে বললেন, 'সারা সকালটা কোথায় টো টো করে ঘুরছিলি?'

'একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম মা। আচ্ছা মা, পলাশডাঙায় লালকুঠি নামে কোন বাড়ি আছে নাকি?' তপু জানতে চাইল।

'লালকুঠি?' তপুর মা অবাক হয়ে তাকালেন, 'না তো। এ নামে কোন বাড়ি আছে বলে শুনিনি। আবার কোন ঝামেলায় হাত দিয়েছিস তুই, তাই না?'

'না না, মা,' তপু তাড়াতাড়ি বলে, 'এমনি জানতে চাইছিলাম।'

'উঁহু, নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে তোর। কেন জানতে চাইছিলি বল। ফের কোনদিন যদি ওই ঘনশ্যাম গড়গড়ি কোন খোঁজ করতে আসে তোর—,' তপুর মা বলেন।

'না মা ভেবো না, ওসব কিছু নয়,' তপু তাড়াতাড়ি বলে। সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ছুটে গেল তপু।

দরজা খুলতেই তপু দেখে টম্যাটো।

'কিরে টম্যাটো, আবার ফিরে এলি যে?' তপু জিজ্ঞেস করল অবাক হয়ে।

'মামা ভীষণ ক্ষেপে গেছে তপুদা,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলে টম্যাটো, 'সকালবেলা কি করেছি না বললে মামা এক পয়সাও দেবে না বলেছে।'

'ঠিক আছে, তুই বাড়ি যা। আধঘণ্টার মধ্যেই আমি গিয়ে ঘনশ্যাম গড়গড়ির সঙ্গে কথা বলছি,' তপু বললো।

ঘনশ্যাম ও তপু

তপু ওর কথা ঠিক রাখার জন্যে কোন রকমে ভাত টাত খেয়ে বেরুতে যেতেই টুসিও তড়াক করে রাস্তায় বেরিয়ে এল। তপু টুসিকে কোলে তুলে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়তে পড়তে বলে, 'উঁহু, টুসি এখন তোর যাওয়া চলবে না। যদিও তোর এক নম্বর শত্রুর কাছেই যাচ্ছি—কেন জানিস, বেচারি টম্যাটোর টাকাটা ঘনশ্যামের কাছ থেকে আদায় করতেই হবে।'

টুসিকে ঘরে আটকে রেখে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবার তপু। মনে মনে একবার ও ঝালিয়ে নিল ঘনশ্যামকে কোন কোন কথা বলবে। সকালবেলার সমস্ত ব্যাপারটাই ও ঘনশ্যামকে জানাবে বলে ঠিক করে ফেলল।

'ওই কটা বাড়ির কোনটাতে যদি সেই বেনামী চিঠির লেখক থাকে, তাহলে এখন কাজটা ঘনশ্যামের হাতেই তুলে দেয়া দরকার,' মনে মনে ভাবল তপু।

ঘনশ্যামের কোয়ার্টারের সামনে এসে দরজার কড়াদুটো বেশ জোরেই নাড়তে লাগল তপু। একটু পরেই হাঁফাতে হাঁফাতে পাঁচুর মা দরজা খুলল।

'কি চাই গো খোকা?' পাঁচুর মা জিজ্ঞেস করে।

'মিঃ গড়গড়িকে বল তপন মিত্তির দেখা করতে চাইছে,' তপু জানায়।

পাঁচুর মা ওকে দাঁড়াতে বলে ভিতরে যেতেই হাঁক ছাড়লেন ঘনশ্যাম 'ছোকরাকে ভিতরে আন। আমি ওকে আসতে দেখেছি—।'

পাঁচুর মা তপুকে ভিতরে নিয়ে যেতেই, তপু ঘনশ্যামের সামনে একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

'ওঃ মিঃ গড়গড়ি, টম্যাটোর সম্বন্ধে আপনাকে তুএকটা কথা বলতে এসেছিলাম,' তপু বেশ মোলায়েম ভাবেই বলে।

'টম্যাটো!' প্রায় ক্ষেপে গেলেন ঘনশ্যাম, 'ছোকরার কানতুটো ছিঁড়ে নেব। ভেবেছি কি ও? আমার পয়সায় বসে গিলবে আর গোয়েন্দাগিরি করে সারাদিন চড়ে বেড়াবে? আর আমি টাকা গুনব?'

[illegible] মিঃ গড়গড়ি আপনি যে ওকে তুটাকা করে দেবেন বলেছিলেন, [illegible]?' তপু বলে,' 'টম্যাটো তো বেশ কাজ করছে। কোথায় [illegible] টম্যাটো?'

'[illegible] ওপরে। [illegible] ঘরে বন্ধ করে রেখেছি,' হুঙ্কার ছাড়লেম ঘনশ্যাম। '[illegible] এখন [illegible] তোমার সঙ্গে বকবক করার সময় আমার নেই। আমার অনেক [illegible] আছে।'

'আছেই তো, মিঃ গড়গড়ি,' তপু উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে, 'মানে, [illegible] আপনাকে জানাতে এসেছিলাম সকাল বেলা আমরা আর টম্যাটো কি করছিলাম। ভাবলাম কথাটা আপনি জানতে চাইবেন।'

'টম্যাটোর কাছে সেই কথাটাই জানতে চাইছিলাম। হতভাগা বলে কিনা ও লালকুঠির খোঁজে বেরিয়েছিল,' ঘনশ্যাম কড়া গলায় বললেন, 'লালকুঠি! তাইই বটে! আমার সঙ্গে তামাশা। দিয়েছি বাছাধনের কানতুটো পেঁচিয়ে। আমার কাছে আবার টাকা চায়—'

তপু এবার বেশ কঠিন দৃষ্টি মেলে ঘনশ্যামের দিকে তাকাল, 'টম্যাটো সত্যি কথাই বলেছে, মিঃ গড়গড়ি—খাঁটি সত্যি কথা। আমরা লাল-কুঠির খোঁজেই ঘুরছিলাম—আপনার [illegible] অর্ধেক বুদ্ধিও যদি আপনার থাকতো তাহলেই বুঝতে পারতেন কেন আমরা লালকুঠির খোঁজ করছিলাম।'

ঘনশ্যাম দারুণ অবাক হয়ে একেবারে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তপুর দিকে। বলে কি ছোকরা, অ্যাঁ! টম্যাটো সত্যি কথা বলেছে? কিন্তু লালকুঠির খোঁজ কেন? তারপরেই আসল সত্যিটা ঘনশ্যামের মনের মধ্যে খেলে গেল একরকম আচমকাই। নিশ্চয়ই এই পঞ্চপাণ্ডবের দল এককালে লালকুঠি বলা হত এমন কোন বাড়ির খোঁজ করতে বেরিয়েছিল কিন্তু কথাটা তার মাথায় খেলল না কেন?

'তাহলে আমি এখন চলি মিঃ গড়গড়ি,' তপু বিনয়ের সঙ্গেই এবার বলে। 'টম্যাটোকে আমি হলে কিন্তু শাস্তি দিতুম না। তবে আপনি তো এসব ব্যাপারে কিছু শুনতে চান না। আচ্ছা চলি।'

'না! না, বোস,' ঘনশ্যাম প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, '[illegible] ব্যাপারটা আমি শুনতে চাই।'

'না, না, আপনার কাজের ক্ষতি হবে,' তপু গম্ভীর হয়ে বলে।

কখন পিছিয়ে আসতে হয় সেটা ঘনশ্যাম গড়গড়ি বেশ ভালরকমই জানেন, 'আরে! সত্যিই চললে নাকি? আমার মনে হচ্ছে, আমিই ভুল করেছি. এখন সব বুঝতে পারছি। যা বলার বল, আমি শুনতে চাই।'

'তাহলে টম্যাটোকে নিচে ডেকে আনুন,' তপু বলে, 'টম্যাটো দারুণ কাজ করেছে। আর আপনি তাকে এক পয়সাও না দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন? টম্যাটো যা আবিষ্কার করেছে তার দাম কত জানেন?'

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে ভাবলেন বলে কি তপন মিত্তির! টম্যাটোর এত বুদ্ধি! শেষ পর্যন্ত বললেন ঘনশ্যাম. 'ঠিক আছে, আমি টম্যাটোকে নিচে নিয়ে আসছি।' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন ঘনশ্যাম।

তপু ওপরে দরজার শিকল খোলার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই এক এক সঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি পার হয়ে টম্যাটো নিচে নেমে এসে একেবারে জড়িয়ে ধরল তপুকে, 'তপুদা ঘর থেকে তোমার গলা শুনেছি। চুঃ—কি করে যে মামাকে দরজা খুলতে বাধ্য করলে। তুমি সত্যিই ম্যাজিক জান।'

শোন, টম্যাটো—আমি তোর মামাকে সকালের সব ব্যাপারটাই বলছি,' ঘনশ্যামের পায়ের আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি বলে তপু, 'তুই সকালের ঘটনাটার কথা বলবি, সেই হালদার আর রায়, গাছ বিক্রেতা।'

টম্যাটো মাথা নেড়ে সায় দিতেই ঘনশ্যাম এসে দাঁড়ালেন। একটা চেয়ারে বসে গলা খাঁকারি দিলেন ঘনশ্যাম।

'টম্যাটো, শুনলাম সকালে যা গল্প শোনাচ্ছিলি সেটা নাকি সত্যি। কথাগুলো যদি বলতিস তাহলে আমিও শুনতাম।'

'তুমি—তুমিই তো শুনলে না, মামা,' বলে উঠল টম্যাটো, 'আমি দুটাকা চাইতেই যে তুমি ক্ষেপে উঠলে আর আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখলে আর···।'

'ঠিক আছে রে টম্যাটো। তোর মামা এখনই তোকে টাকা দেবেন,' তপু বলে 'আর তোর সকালের চমৎকার গোয়েন্দাগিরির জন্যে দুটাকার বদলে পাঁচ টাকা।'

'কক্ষনও না! আমি কিছুতেই পাঁচ টাকা দেবো না,' চেঁচিয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম।

'তাহলে আমরাও আর একটা কথাও বলছি না,' উঠে দাঁড়াল তপু, 'আপনি টম্যাটোর সঙ্গে ব্যবহার মোটেও ভাল করেন নি। সে কোথায় আপনার সেই চিঠির লেখা হালদারের খোঁজ এনেছে—।'

'কি! চিঠির সেই হালদার?' তড়াক করে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম।

'হতে পারে, তা ঠিক জানি না। তবে টম্যাটোর গল্পটা শুনলে আপনিই বুঝতে পারতেন। তবে পাঁচ টাকার কমে হবে না। আর টাকাটা আমার সামনেই টম্যাটোকে আপনি দেবেন।'

টম্যাটোর বড় বড় চোখ দুটো তপুর কথাগুলো শুনে একেবারে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল। তপু যে ওর অমন সাংঘাতিক দুঁদে মামার সঙ্গে এরকম ভাবে কথা কইতে পারে বেচারি টম্যাটো একটুও

ভাবতে পারেনি। ও হাঁ করে তপুর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, হ্যাঁ, একজন বন্ধুর মত বন্ধুই বটে।

ঘনশ্যামের চোখ দু'টোও ছানাবড়া—অবশ্য সেটা আশ্চর্য না হয়ে মেজাজটা খিঁচড়ে যাওয়াতেই। ঘনশ্যাম জ্বলন্ত চোখে একবার টম্যাটো আর একবার তপুর দিকে তাকাতে লাগলেন। তবে ঘনশ্যাম জানেন কখন তিনি হারছেন। হতভাগা হোঁদল কুতকুত তপন মিত্তির। সব সময়েই ছোকরা ঘনশ্যামের চেয়ে দশ হাত এগিয়ে থাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘনশ্যাম পকেটে হাত ঢোকালেন। পয়সার আওয়াজ শুনে টম্যাটোর চোখ আরও গোল হয়ে উঠল।

ঘনশ্যাম পকেট থেকে পাঁচটা রূপোর টাকা বের করলেন ব্যাজার মুখে, 'এই রইল পাঁচ টাকা। তবে মনে থাকে যেন টম্যাটোর কথা সত্যি না হলে আবার সবটাই ফেরত নিয়ে নেব।'

টম্যাটোর কথাটা শুনে প্রায় ছো মেরে টাকাটা তুলে নিয়ে তপুর হাতে চালান করে দিয়ে বলল, 'তপুদা টাকাটা আপাতত তুমিই রাখ, যদি আবার খরচ টরচ করে ফেলি।'

তপু নিজেও ঘনশ্যামকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই ও হেসে টম্যাটোর দেয়া টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলে, 'এবার সকাল বেলার কথাগুলো শোনা, টম্যাটো।'

টম্যাটো গড়গড় করে সকাল বেলার সমস্ত ঘটনাগুলো চমৎকার গুছিয়ে শুনিয়ে দিল ঘনশ্যামকে। তারপর বলে, 'আমরা দেখতে যাচ্ছিলাম হালদার আর রায়ের ওই হালদার সেই চিঠির লোক কিনা।'

'আমি অবশ্য ভাবলাম কাজটা আপনারই মিঃ গড়গড়ি, আমাদের নয়, তপু বলে উঠল, 'এই লোকটা যদি সেই হালদার হয় তাহলে লোকটার এনাম মোটেও আসল নাম নয়, ছদ্মনাম—আর আপনি সেটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারবেন কিছু খোঁজ খবর নিয়ে।'

'হুম।' ঘনশ্যাম খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ—তা হ্যাঁ পারি বই কি। আমার কাছে সব ব্যাপারটা বলে বুদ্ধির কাজই করেছ তপন

মিত্তির। এটা পুলিশেরই কাজ। কাজটা আমিই হাতে নিচ্ছি—এর মধ্যে তোমরা আর নাক গলাবে না। মনে হচ্ছে ওই হালদার আর রায়ের হালদার লোকটাই আমাদের চিঠির সেই হালদার। লোকটা নিশ্চয়ই দাগী আসামী—ওর নাম জানতে দেরী হবে না।'

'তবে ওই হালদার যে চিঠি দেওয়ার ব্যাপারে কোন রকম জড়িত তাতো জানা যাচ্ছে না,' তপু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'একটু সাবধান হবেন মিঃ গড়গড়ি।'

'আমাকে জ্ঞান দেবার দরকার নেই তপন মিত্তির,' গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন ঘনশ্যাম, 'পুলিশের চাকরিতে আমি চুল পাকিয়ে ফেলেছি।'

তপু কোন জবাব না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘনশ্যাম টম্যাটোকে ওপরে গিয়ে চারপাশে নজর রাখতে হুকুম দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরী হলেন। হালদার ও রায়! হুম! আমি দেখছি বাছাধন হালদারকে। হোঁদল কুতকুত তপন মিত্তিরের ঘটে তাহলে কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে—কথাটা জানিয়েছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু টম্যাটো হতভাগা বাড়িটা খুঁজে পেল কেমন করে? ঘনশ্যাম মিনিট কয়েক পাঁচটা টাকার কথা ভাবলেন। একবার ভাবলেন টম্যাটোর কাছ থেকে টাকাটা কেড়ে নেওয়া যায় কি না। তারপরেই মনে পড়ল ঘনশ্যামের, শয়তান টম্যাটো টাকাটা তপন মিত্তিরের কাছে রাখতে দিয়েছে।

টাকার শোকটা সাময়িক ভাবে ভুলে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন ঘনশ্যাম। পাঁচুর মা বসে বসে ময়দা মাখছে। একবার রান্না-ঘরের দিকে তাকিয়ে ঘনশ্যাম সদর দরজার দিকে এগুলেন। দু'পা বাড়িয়েই আচমকা একটা বিষধর সাপ দেখেই যেন থমকে দাঁড়ালেন ঘনশ্যাম!

আবার সেই বেনামী চিঠি! রান্নাঘরের জানালার ওপর সেই রকম সাদা একখানা খাম—ওপরে লেখা সেই 'ঘনশ্যাম গড়গড়ি'।

খবরের কাগজের অক্ষর কেটেই লেখা, এক নজরেই বুঝে নিলেন ঘনশ্যাম।

এক মুহূর্ত শুধু থেমে দাঁড়ালেন ঘনশ্যাম। তারপরেই তার মনে পড়ল টম্যাটো আর পাঁচুর মা এবার নিশ্চয়ই কাউকে দেখেছে। হতেই হবে—কারণ কারও পক্ষে রাস্তা পেরিয়ে কারও চোখে না পড়ে আসা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

'টম্যাটো!' চাৎকার করে ডাকলেন টম্যাটোকে ঘনশ্যাম, 'আর পাঁচুর মা, তোমাকেও চাই। এখুনিই এখানে এস—কটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

টম্যাটোর বিপদ

ঘনশ্যামের গলার আওয়াজ কানে পৌছতেই চমকে উঠল টম্যাটো। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। ভাগ্যিস পাঁচটা টাকা বুদ্ধি করে ও তপুর কাছে চালান করে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি এবার নিচে নেমে এল টম্যাটো, 'কি হয়েছে, মামা?'

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে পাঁচুর মা। চোখ দুটোয় বেশ একরাশ ভয়টয় মাখানো।

'টম্যাটো,' বাজখাঁই গলায় রক্ত জল করা হুঙ্কার ছাড়লেন ঘনশ্যাম, 'আবার একটা সেই রকম বেনামী চিঠি এসেছে। চিঠিখানা রান্নাঘরের জানালার তাকে পড়েছিল! পাঁচুর মা, জানালার কাছে তুমি কতক্ষণ বসেছিলে?'

'আ···আমি পাঁচ মিনিট বসেছিনু গো কর্তাবাবু। ময়দা মাখছিনু যে —।' পাঁচুর মা কাঁপা গলায় জবাব দেয়।

'রাস্তা দিয়ে এদিকে কাউকে আসতে দেখেছিলে?' আবার হুঙ্কার ছাড়লেন ঘনশ্যাম।

তাহলে তুই নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখিসনি···পৃ-৪৬

'কেউ তো এসেনি, কর্তাবাবু,' পাঁচুর মা বলে, 'আবার চিঠি এয়েচে নাকি কর্তাবাবু? খারাপ চিঠি?'

'নিশ্চয়ই কাউকে রাখতে দেখেছ, সত্যি কথা বল। না বললে—,' কথাটা শেষ করলেন না ঘনশ্যাম।

'কাউকে তো দেখিনি কর্তাবাবু। সত্যি কথা বলছি গো—অমন ভাবে তাকাবেননি, কর্তাবাবু ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে যে সেধিঁয়ে যাচ্ছে—' পাঁচুর মা ভয় পেয়ে গেল।

'কেউ নিশ্চয়ই এসেছে, না হলে এ চিঠি এখানে এল কেমন করে.' ঘনশ্যাম এবার টম্যাটোর দিকে তাকালেন, 'তুইই দেখেছিস টম্যাটো! শিগগীর বল কে এসেছিল?'

'কেউ—কেউ আসেনি মামা,' টম্যাটো নিদারুণ ভয় পেয়ে বলে 'আমি কাউকেই দেখিনি।,

'তাহলে তুই নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখিসনি,' ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম।

'লক্ষ্য রাখছিলাম মামা। বিশ্বাস কর—আমি জানালা, দিয়ে ঠিক রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কেউ আসেনি,' টম্যাটো বলে কাঁপতে কাঁপতে।

'তাহলে চিঠিটা কি ভূতে রেখে গেল?' মুখ ভ্যাঙচালেন ঘনশ্যাম।

'তাহলে লোকটা নিশ্চয়ই অদৃশ্য হয়ে এসেছিল,' টম্যাটো সমাধান করে দিতে চায় ব্যাপারটা।

'ইয়াকির জায়গা পাসনি, অদৃশ্য হয়ে এসেছিল,' ঘনশ্যাম ক্ষেপে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই তুই আবার সেই অরণ্যদেব পড়ছিলি, হতভাগা।'

'সত্যি বলছি, মামা অরণ্যদেব পড়িনি, আমি—আমি জানালা দিয়েই তাকিয়েছিলাম,' টম্যাটো কথাটা বলেই পায়ে পায়ে দরজার দিকে সরে যেতে থাকে।

ঘনশ্যামের হাত টম্যাটোর কানটা ধরবার আগেই পিছলে বেরিয়ে

ম্যাটো একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়েই লম্বা ছুট লাগাল। মামা আজ যে সাংঘাতিক রকম ক্ষেপে গেছে তাতে আর সন্দেহ ছিল না ম্যাটোর। আজ যে নির্ঘাত একটা ফাঁড়া কাটল।

ঘনশ্যাম একবার আগুন ঝরা চোখে রাস্তাটা দেখে নিয়ে হাতের খামটা ছিঁড়ে ফেললেন। সেই আগের মতই খবরের কাগজের অক্ষর কেটে বসানো লেখা, 'হালদারের সঙ্গে দেখা হলে গোপন কথাটা বলে দেও। সে পালাবার পথ পাবে না।'

'দুত্তোর! নিকুচি করেছে গোপন কথার,' ক্ষেপে উঠলেন ঘনশ্যাম, চালাকি করার আর জায়গা পায়নি হতভাগা। গোপন কথা? কোন গোপন কথা? যাচ্ছি হালদার আর রায়ের বাড়ি—গোপন কথা কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেব। হতচ্ছাড়া টম্যাটো—উঃ পাঁচ পাঁচটা টাকা একেবারে জলে গেল!

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন ঘনশ্যাম। হঠাৎ তার মনে হল আবার একটা যে বেনামী চিঠি এসেছে ওই তোঁদল কুতকুতে তপন মিত্তিরকে সেটা জানালে মন্দ হয় না। ছোকরা দেখুক তার শিষ্য ওই হতভাগা টম্যাটো কি রকম ধাপ্পা দিয়ে টাকাটা নিয়েছে। সাইকেলে চড়ে তপুর বাড়ির দিকে ছুটলেন তাই ঘনশ্যাম।

তপুর বাড়ির কড়া নাড়তেই দরজা খুলল তপু। ঘনশ্যামকে দেখে একটু যে অবাক হল না সে তা নয়।

'তপন মিত্তির, আবার সেই বেনামী চিঠি এসেছে,' ঘনশ্যাম গম্ভীর স্বরে বললেন।

'বেনামী চিঠি?' অবাক হল তপু।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বেনামী চিঠি। টম্যাটোকে বলা সত্ত্বেও সে নজর রাখেনি। অতএব ওই পাঁচ টাকায় তার অধিকার নেই। অন্ততঃ আড়াই টাকা আমার ফেরত চাইই। কথাটা তাকে জানিয়ে দিতে পারো,' ঘনশ্যাম কড়া স্বরে বললেন।

'তা হতে পারে না, মিঃ গড়গড়ি,' তপু মাথা নাড়ল, 'সে টাব
আগের কাজের মজুরী।'

'হতে পারে কি না, টম্যাটোকে হাতে পেলেই টের পাবে,' বলে
এগিয়ে গেলেন ঘনশ্যাম।

ঘনশ্যাম চোখের আড়াল হতেই রাস্তার একটা গাছের ফাঁক থেকে
বেরিয়ে এল টম্যাটো।

'মামা এসেছিল দেখলাম, তপুদা,' টম্যাটো বলে।

'তুই কোথা থেকে এলি রে?' তপু অবাক হল।

'রাস্তায় লুকিয়ে ছিলাম। আবার একটা উড়ো চিঠি তপুদা
মামা গো বেগে টং,' টম্যাটো বলে।

'জানি। ঘনশ্যাম আড়াই টাকা ফেরত চাইছিল। তুই নাকি নজ
রাখিসনি।'

'রেখেছি গো। সারাক্ষণই জানালায় বসেছিলাম—কেউ সত্যি
আসেনি,' টম্যাটো বলে।

'পাঁচুর মাও দেখেনি বলছে?' তপু জানতে চাইল।

'না, পাঁচুর মাও দেখেনি—ভারি আশ্চর্য ব্যাপার,' টম্যাটো জানায়

'হুঁ, সবটাই কেমন গোলমেলে একটা রহস্যে ভরা। যাকগে, দেখ
যাক। মিঃ গড়গড়ি বোধহয় সেই হালদার আর রায়ের বাড়িতে খোঁ
খবর আনতে গেছেন। দেখা যাক কি খবর পান তিনি,' ত
বলে

ঘনশ্যামের অবশ্য সময়টা ভাল কাটল না। হালদার ও রায়, গা
বিক্রেতা লেখা বাড়িটায় যখন পৌঁছলেন ঘনশ্যাম তখন তার মেজাজট
নেহাতই খারাপ। সাইকেল নিয়ে দরজা খুলে একটা বাগানের মধ্যে
ঢুকতেই একজন ঘনশ্যামকে দেখে বলে উঠল, 'এই যে মশাই চলেছে
কোথায়?'

ঘনশ্যাম সাইকেল থেকে নেমে পুলিশী মেজাজে বললেন, 'আমি
হালদার আর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমি হলাম অর্ধেক—অর্থাৎ রায়,' লোকটা এগিয়ে এসে বলল, এবং আমি রেডিও লাইসেন্স, কুকুরের লাইসেন্স, সবই নিয়েছি, তএব—।'

'থামুন,' ধমক দিলেন ঘনশ্যাম, 'লাইসেন্সের জন্যে আমি আসিনি—ামি হালদারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মানে—ইয়ে—ব্যাপারটা একটু কঠিন,' রায় বলে, 'খুবই কঠিন।'

'তিনি বাড়িতে আছেন না বাগানে?' অধৈর্য হয়ে উঠলেন নশ্যাম।

'না, না, তাকে এখানে পাবেন না—মানে, বুঝলেন না তাকে ক এই মুহূর্তে ধরা শক্ত,' রায় বলে, 'মানে যাকে বলে তিনি আছেন থচ নেই।'

'চালাকি রাখুন, আমায় দেখা করতেই হবে,' কড়া গলায় বললেন নশ্যাম, 'শিগগীর বলুন হালদার কোথায়। হালদার ওর আসল াম তো?'

'আসল নাম?' একটু ঘাবড়ে গেল রায় নামের লোকটা, 'সারা াবনই যে হালদার বলে জানলাম।'

ঘনশ্যামের মেজাজ আরও চড়ল, 'এ বাড়ির নাম লালকুঠি?'

'লালকুঠি!' লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'না তো, নলেন কোথায়?'

'হুম। কোথায় হালদার শিগগীর বলুন না হলে আপনাকেই চালান দব,' হুঙ্কার ছাড়লেন ঘনশ্যাম।

'আসুন তবে ভিতরে, একেবারেই যখন ছাড়বেন না,' বলেই লাকটা ঘনশ্যামকে একটা ঘরের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়ে একটা প্রকাণ্ড াপ বের করল।

'এই যে দেখছেন জাপান বলে একটা দেশ আছে—আর সেখানে টাকিও বলে একটা শহরও আছে,' লোকটা আঙুল দিয়ে ম্যাপটা দখায়, 'হালদার সেই টোকিওতে। একটা প্লেনের টিকিট কেটে ফেলুন

স্যার। চৌকিওতে গিয়ে ওই হালদারকেই জিজ্ঞেস করতে পারবে সত্যিই ও হালদার কিনা,' বলেই রায় লোকটা এমন হো হো কা অট্টহাসি হেসে উঠল যে ঘনশ্যামের কানে তালা লাগার জোগাড়।

আর দাঁড়ালেন না ঘনশ্যাম। এমন বেকুব তিনি জীবনে হননি ওই হতভাগা ওপন মিত্তিরকেই এখানে পাঠালে ঠিক হত।

ভারি জব্দ হয়ে ঘনশ্যাম বাড়ি ফিরলেন।

রহস্য ঘনীভূত

ওপুর কথায় টম্যাটো শেষ পর্যন্ত আবার মামাবাড়ি রওয়ানা হল টম্যাটোর বাড়ি ফিরতে একেবারেই ইচ্ছেটিচ্ছে ছিল না।

বাড়ি আসতেই টম্যাটো দেখে পাঁচুর মা সবে চায়ের জল চড়িয়েছে টম্যাটো পায়ে পায়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকল।

'পাঁচুর মা, সত্যিই কোন লোককে চিঠিটা রাখতে দেখনি তুমি টম্যাটো জানতে চাইল।

'না বাছা, কোন লোক-টোক আমি দেখিনি,' পাঁচুর মা গজগজ ক উঠল।

'তাহলে কে চিঠি দিল?' টম্যাটো বলে।

'তা কেমন করে জানব, বল বাছা। তুমিই তো বসে দেখছিলে পাঁচুর মা বলে।

'আমি দেখছিলামই তো—কিন্তু কাউকে আসতে দেখিনি। জানাল কাছে তুমিই তো বসেছিলে,' টম্যাটো বলে।

'তুমি বড্ড বেয়াড়া, বাছা। আমি মিথ্যে বলনু? আজ তো খাওয়া বন্ধ,' পাঁচুর মা একেবারে রেগে আগুন।

টম্যাটো বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি বলে, 'পাঁচুর মা, তুমি খুব ভ লোক। একটা টবিতা শুনবে? আমি লিখেছি।'

'টবিতা? সে আবার কি?' পাঁচুর মা অবাক।

টম্যাটো ব্যাপারটা যেই বোঝাতে যাবে পাঁচুর মাকে অমনি গলায় ঘড়ঘড় শব্দ করতে করতে ঘরে ঢুকলেন ঘনশ্যাম গড়গড়ি।

'আবার সেই যাচ্ছেতাই কবিতা লিখতে সুরু করেছিস টম্যাটো?' হুঙ্কার ছাড়লেন ঘনশ্যাম। 'হুঁ, একবারে শিক্ষা হয়নি—সেবার আমায় নিয়ে যাচ্ছেতাই একটা কবিতা লিখেছিলি। দে তোর কবিতার খাতাখানা,' ঘনশ্যাম হাত বাড়ালেন।

হাত তো নয় লোহার মুগুর। টম্যাটো একেবারে কাতরে উঠল, 'না মামা, না।' তারপরেই পিছলে বেরিয়ে গিয়ে দোতলায় ছুটল। কোন রকমে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করতে পারলেই বাঁচোয়া—খাওয়া না হয় নাই বা হল।

ঘনশ্যাম এবার ছাড়লেন না। টম্যাটোকে পিছলে নাগালের বাইরে পালাতে দেখেই তাড়া করলেন ঘনশ্যাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই টেবিলে ধাক্কা লেগে ভয়ানক শব্দ করে একেবারে ধরা-শয্যা গ্রহণ করলেন।

ঘরের দরজা বন্ধ করে টম্যাটো এখন কাঁপতে কাঁপতে ভাবছে, আর এ বাড়িতে নয়, কালই ও পালাবে।

ইতিমধ্যে তপুর চোখেও ঘুম-টুম ছিল না। ও ভাবছিল মাঝ পথেই বোধহয় এবার বেনামা রহস্য জট পাকিয়ে সত্যিই থেমে গেল।

একটাই মাত্র রাস্তা এখন খোলা আছে আর সেটাও বেশ গোলমেলে আর কঠিন। ব্যাপারটা হল বেনামী ওই চিঠিগুলো থেকে অক্ষরগুলো তুলে ফেলা। তপু সেই কাজটাই করবে বলে ওর ঘরে ঢুকল। দেখাই যাক কিছু মেলে কিনা।

খানিকক্ষণ কাজ করেই তপু বুঝল কাজটা দারুণ কঠিন। তবে একটা নতুন আবিষ্কার করে বসলো তপু। ব্যাপারটা হল ওই গড়গড়ি কথাটা। চিঠির সব কথাই আলাদা আলাদা কথা কেটে বসানো হলেও গড়গড়ি কথাটার বেলায় 'গড়' আর 'গড়ি' কথার অক্ষর দুটোই একেবারে জোড়া অক্ষর। অর্থাৎ কোন একটা বড় কথার ওটা হল আরম্ভ বা

শুরু। একটু আশা জাগল তপুর মনে। কোন কাগজ থেকে অক্ষরগুলো কাটা হয়েছে যদি জানা যেত।

দরজায় টোকা শুনে তপু দরজাটা খুলতেই তপুর মা এসে ঘরে ঢুকলেন।

'এ সমস্ত কি ব্যাপার তপু। চারিদিকে এতসব কাগজপত্র ছড়িয়ে কি সব করছিস?' তপুর মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'না, মা, ইয়ে একটা ধাঁধাঁ মেলাচ্ছিলাম আর কি। আচ্ছা মা, গড় আর গড়ি দিয়ে কোন কথা হয় নাকি?' তপু মাকে জিজ্ঞেস করল।

'গড় আর গড়ি? আলিগড় আর গড়িয়াহাট নয় তো?' তপুর মা বললেন।

'তাইতো, আলিগড় আর গড়িয়াহাট! একেবারেই ভাবিনি,' অবাক হয়ে বলে তপু, 'ওই দুটো জায়গা নিয়ে কাগজে খুব আজকাল লেখাটেখা হচ্ছে নাকি, মা?'

'না, সেরকম তো মনে পড়ছে না,' তপুর মা বললেন। 'যা স্নান করে নে। আমি যাচ্ছি।'

তপুর মা চলে যেতেই আবার কাগজগুলো নিয়ে পড়ল।

নাঃ খাটনিটা বৃথাই গেল। শেষ পর্যন্ত সব চিঠি আর কাগজপত্র তুলে রাখল তপু। আর ঠিক তখনই হৈ হৈ করতে করতে তপুর ঘরে ঢুকে পড়ল হৈমন্তী, গাবলু, পালী আর বুম্বাই। টম্যাটোও একটু পরে।

'কিরে তপু রহস্য সমাধান করতে পারলি?' হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল।

'শুধু আলিগড় আর গড়িয়াহাট এই কথা দুটো,' তপু বলে।

হঠাৎ টম্যাটো বলে ওঠে, 'তপুদা, মামা আজ দারুণ খুশি।'

'তা ঘনশ্যামের এত খুশি হওয়ার কারণ কি রে টম্যাটো?' লালী বলে উঠলো।

'সুপারিন্টেণ্ডেন্ট চাকলাদার কি একটা চিঠি লিখে খুব প্রশংসা না কি যেন করেছে। মামা খুশি হয়ে আমাকে তুটো ওমলেট খাইয়েছে,' টম্যাটো বলে।

'বলিস কিরে টম্যাটো? ঘনশ্যামের রাতে ঘুমটুম হবে তো?' গাবলু বলে।

'আলিগড় না কি বললে তপুদা। ব্যাপারটা কি রকম?' টম্যাটো বলে।

'সেকথা পরে। আগে কি রকম দাঁড়াল ব্যাপারটা সেটাই আয় আলোচনা করা যাক,' বুম্বাই বলে। 'এখন আমাদের খোঁজ করার মত শুধু হাতে রইল সেই হেমন্তী আর আমার দেখা 'নব নিকেতন' নামের খালি বাড়িটা। বাড়িটার নাম কস্মিনকালেও লালকুঠি ছিল কি না খোঁজ করলে কেমন হয়?'

'কিন্তু তুইই যে বললি বাড়িটা একেবারে খালি,' তপু বলে, 'একটা নোটিশও নাকি ঝুলছিল 'বিক্রয় হইবে' বলে।'

'হাঁ, তা ছিল বটে', হৈমন্তী বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'হঠাৎ কি মনে হওয়ায় আজ একবার বাড়িটার কাছে গিয়েছিলাম—কি দেখলাম জানিস তপু?'

'কি দেখলি?' তপু আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল।

'বাড়িটার পিছন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেছি,' হৈমন্তী বলে।

'কি?' সবাই একসঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

'তাহলে তো আর দেরী করা উচিত নয়। সন্দেহজনক ব্যাপার—খুবই সন্দেহজনক। ধোঁয়া মানেই নিশ্চয়ই মানুষ—আর সেই মানুষ হয়তো হালদার বলে কেউ। অতএব আর দেরী নয় খাওয়া দাওয়া করেই আমরা নব নিকেতনের খোঁজে বের হব। কি সবাই রাজি,' তপু জানতে চাইল।

'রাজি, রাজি,' সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

নব নিকেতনে কারা থাকে ?।

পঞ্চপাণ্ডবেরা আর টম্যাটো হাসির সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পরেই প্রায় ছুটতে সুরু করল। আর কারও তর সইছে না। কিন্তু যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। একটা রাস্তার মোড়ে পৌঁছতেই সামনেই একেবারে ঘনশ্যাম গড়গড়ির সঙ্গে দেখা। গড়গড়ি ওদের দিকেই আসছিলেন।

টম্যাটোকে লক্ষ্য করেই হুঙ্কার ছাড়লেন ঘনশ্যাম, 'টম্যাটো! কোথায় চলেছিস ?'

ব্যাপারটা বুঝে একলাফে মাঝ রাস্তায় পড়ে ছুটতে সুরু করল টম্যাটো। আগুনঝরা চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে ঘনশ্যাম, কি ভেবে আর টম্যাটোকে তাড়া না করে উল্টোদিক পানে চলতে সুরু করলেন তপুদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না।

ঘনশ্যাম চোখের আড়ালে চলে যেতেই হাঁফ ছাড়ল যেন সকলে।

'খুব বাঁচা গেছে—ঘনশ্যাম আমাদের পিছু নিলেই সাংঘাতিক ব্যাপার হত,' তপু বলে, 'ঘনশ্যামকে কিছুতেই জানতে দেয়া যাবে না আমরা নব নিকেতনে খোঁজ খবর নিতে চলেছি।'

'ভাগ্যিস ঘনশ্যাম টম্যাটোকে ধরতে পারেনি—ধরতে পারলে ওর একটা কান নির্ঘাত খোয়া যেত,' লালী বলে উঠল।

কথা বলতে বলতে পঞ্চপাণ্ডবের দল রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। বেশ কিছু পথ চলার পরেই হৈমন্তী বলে ওঠে, 'ওই যে নবনিকেতন। দেখতে পাচ্ছিস, তপু বাড়িটার পেছন দিকের একটা ঘর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই তো। ধোঁয়াই তো,' তপু বলে উঠল, 'বাড়িটা খুব পোড়ো বলেই মনে হচ্ছে—অনেকদিন ধরেই বোধ হয় খালি পড়ে আছে।'

তপু পায়ে পায়ে দরজার সামনে ঝোলানো 'বিক্রয় হইবে' লেখা নোটিশ বোর্ডটার দিকে এগিয়ে গেল। ভালো করে এদিক ওদিকে নজর বুলিয়ে তপু বলে উঠল, 'বাড়িটায় সত্যি সত্যিই কেউ আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখলে কেমন হয়—হয়তো তাতেই জানতে পারব কোন কালে এর নাম লালকুঠি ছিল কিনা, কি বলিস, বুম্বাই?'

'হ্যাঁ। ঠিক মতলব বের করেছিস,' বুম্বাই বলে।

'তাহলে তোরা সব্বাই এখানে দাঁড়া,' তপু বলে, 'আমি আর লালী টুসিকে নিয়ে বাড়িটার পেছন দিকে যাব—যেন টুসিকে খোঁজ করছি। বাড়িটার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কিনা, তাহলেই জানতে পারব। আর লোকজন থাকলেও খুব সম্ভব আমাদের কথাবার্তায় নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে।'

তপু আর লালী টুসিকে ছেড়ে দিতেই সে একছুটে বাড়িটার পিছন দিকে কোথায় মিলিয়ে যেতেই তপু আর লালীও 'টুসি টুসি' বলে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ তপুর নজর পড়ল একটা ছোট্ট ঘরের দিকে। হৈমন্তীর কথাই ঠিক, ওই ঘরটা থেকেই ধোঁয়া বেরুচ্ছে। নিশ্চয়ই ওটা রান্নাঘর, ভাবল তপু।

তপু আর লালীর গলা শুনে একজন বুড়ি মত মানুষ বেরিয়ে এল রান্নাঘরের দরজা দিয়ে। বুড়িকে দেখে খুব ভালো মানুষ বলেই তপুর মনে হল।

বুড়ি এগিয়ে এসে বলল, 'তোমরা কাকে খুঁজছ, বাছারা?'

'আমাদের কুকুর টুসি, কোথায় যে পালালো,' তপু তাড়াতাড়ি জবাব দিল। 'আপনি এখানে থাকেন বুঝি, বুড়িমা? বাড়িটা বিক্রী হবে নোটিশ টাঙানো রয়েছে দেখলাম।

'হ্যাঁ, বাছা,' বুড়ি জবাব দেয়, 'আমরাই দেখাশোনা করি কিনা। অনেক কাল বাড়িটা খালি পড়ে আছে। ভবঘুরে চোর ডাকাতের

আস্তানা হয়ে উঠেছিল কিনা, তাই বাড়ির মালিক আমাদের এনে রেখেছেন।'

হঠাৎ দরজার ভিতর থেকে কারও ডাক ভেসে আসার পরেই খুব কাশির দমকের শব্দ কানে ভেসে আসতে লাগল। বুড়ি বলল, 'আমার স্বামী। খুব অসুখ ওঁর। তোমরা তো বাছা শহরেই ফিরে যাবে—যাওয়ার পথে দয়া করে যদি ওষুধের দোকানটায় একটু ওষুধের কথা বলে যাও—আমি ওঁকে একলা ফেলে যেতে পারছি না।'

'নিশ্চয়ই, আমরা বাড়ি ফেরার সময় ডাক্তার খানায় ওষুধের কথা জানিয়ে দিয়ে যাব—যদি দরকার হয় আপনাকে ওষুধটা এনে দিয়েও যেতে পারি,' তপু বলে।

'বেঁচে থাকো বাবা। কি যে উপকার হয় তাহলে—আমি তাহলে শিশিটা এনে দিই, বাবা?' বলে বুড়ি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

'ওই বুড়ো লোকটার নাম হালদার কিনা কে জানে.' তপু খুব নিচু গলায় বলে।

তপু কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বুড়ি আবার বেরিয়ে এসে তপুর হাতে একটা শিশি আর কিছু টাকা দিয়ে বলে 'বড্ড উপকার করলে বাবা, ভগবান তোমার ভালো করুন।

'না না এমন কিছু না বুড়িমা। কি নাম বলবো যেন, বুড়িমা?' তপু জিজ্ঞেস করল।

'যতীন হালদার বাবা। ওষুধের দোকানে দিলেই বুঝতে পারবে,' বুড়ি বলে।

তপুর হাত থেকে শিশিটা প্রায় পড়েই গিয়েছিল আর কি কথাটা শুনে। এখানেও তাহলে একজন হালদার আছে! তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে তপু বলে, 'দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা আসছি, বুড়িমা। আয়, লালী। টুসি, টুসি এদিকে আয়।'

তপু আর লালী তাড়াতাড়ি টুসিকে নিয়ে বাকি সকলের কাছে এসে

দাঁড়াতেই সকলেই বলে উঠল, 'বাপস্। এতক্ষণ কি করছিলিরে তোরা? প্রায় এক যুগ কাটিয়ে এলি মনে হচ্ছে।'

তপু তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারটা সকলকে বুঝিয়ে বলতেই বুম্বাই বলে উঠল, 'হুঁ, সন্দেহজনক ব্যাপার। প্রথমে ধোঁয়া তারপর মানুষ আর তারপরেই সেই হালদার।'

'তপুদা ডাক্তারখানায় যাবে না?' লালী জিজ্ঞেস করল।

'ডাক্তারখানায় কেন?' হৈমন্তী জানতে চাইল।

'চল, যেতে যেতে সব বলছি।,' তপু বলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে পৌঁছে গেল ডাক্তারখানায়। সিকি মাইল তফাতেই ডাক্তারখানা। তপু শিশি দিতেই কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, 'ওঃ যতীন হালদারের ওষুধ তো, ও আমার জানা—প্রায়ই তো ওষুধ বানাচ্ছি। তা, কেমন আছেন ভদ্রলোক? বড্ড গরীব মানুষ ওঁরা—কতবার বলছি বাড়িটা ছাড়ুন—যা স্যাঁতসেঁতে বাড়ি।'

'যতীন হালদার মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ টালাপ নেই। নেই। ওঁর স্ত্রীই শিশিটা দিলেন,' তপু বলে।

'অদ্ভুত লোক—তবে বড্ড ভীতু। বাইরে বড় একটা বের টের হন না। তবে বউয়ের অসুখ করলে মাঝে মাঝে আসেন বটে,' কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোক বলেন। 'তবে ওরা বোধ হয় নব নিকেতন বাড়িটা বিক্রী হোক তা চান না।'

তপু আড় চোখে দলের সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলে নব নিকেতনের আসল মালিক কে জানেন নাকি?'

'উঁহু, ওটা আমি জানি না,' কম্পাউণ্ডার জবাব দেন,' 'কতবছর ধরে বাড়িটা খালিই পড়ে আছে—আমার এখানে আসার আগে থেকেই। হ্যাঁ, এই নাও ওষুধ—হ্যাঁ, দুটাকা দাম।'

'ধন্যবাদ,' ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে তপু দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াল।

সবাই মিলে আবার নব নিকেতনের দিকে চলতে সুরু করতেই তপু

বলে 'এবার একটু চেষ্টা করে দেখি ওই বুড়ির কাছ থেকে আর কিছু খবর টবর বের করা যায় কি না। তারপরেই আমাদের বাড়ির মালিকের খোঁজ করতে হবে। প্রথমেই আমাদের জানতে হবে নবনিকেতন বাড়িটার নাম কোন কালে লালকুঠি ছিল কিনা--তা যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমরা ঠিক রহস্যের গোড়াতেই একেবারে পৌঁছে গেছি।'

নব নিকেতনে পৌঁছতেই বুড়ি ওদের গলা শুনে বাড়ির মধ্য থেকেই বলে, 'ওষুধ এনেছ বাছা? তা ওই দরজার সামনেই রেখে যাও—আমি একটু ব্যস্ত আছি। ওঁর কাশিটা বড্ড বেড়ে উঠল কি না।'

কথাটা শুনে তপু একটু মুষরে পড়ল। নাঃ বুড়ির সঙ্গে আর কথা বলা গেল না। ওষুধটা দরজার সামনে রেখে তপু বেরিয়ে এসে সকলের সঙ্গে যোগ দিল।

'চল বাড়ির সামনের দিকেই আর একবার যাওয়া যাক—যদি কোন রহস্যের সূত্র টুত্র মেলে,' তপু চলতে চলতে বলে।

বাইরের দিকে সদর দরজার কাছে আসতেই ওদের নজর পড়ে আর একটা নোটিশ বোর্ডের উপর, তাতে লেখা 'নব নিকেতন—বিক্রয় সম্পর্কে খোঁজ খবর ঃ দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী, স্টেশন রোড।'

'আরে এই তো একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে—একেই বলে ভাগ্য,' তপু বলে ওঠে। 'চল সবাই দাশগুপ্ত কোম্পানীতে। বাড়িটা আমি চিনি।'

'কিন্তু তপুদা, বেনামী চিঠির সেই হালদার কি সত্যিই এই যতীন নামের লোকটাই হবে?' লালী জানতে চাইল, 'অমন বুড়ো মানুষ তো। আচ্ছা তপুদা, ঘনশ্যামের সেই শেষ চিঠিটায় যে লেখা ছিল 'হালদারকে গোপন কথা বল' তার মানে কি?'

'মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না,' তপু বলে, 'চল এখন আগে দাশগুপ্ত কোম্পানীতে ঢুঁ মারি।'

দশরথ দাসের কথা

দাশগুপ্ত কোম্পানীর অফিস স্টেশনের প্রায় কাছাকাছি। সকলে মিলে অফিসের কাছে এসে পৌঁছতেই গাবলু বলে, 'তপুদা, তুমি সেই সকালের মত দেরী করবে না তো ?'

'ওঃ সত্যিই সারা সকালটাই তোদের প্রায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। তোরা বরং এক কাজ কর। সবাই মিলে ওই রেস্তোঁরায় ঢুকে পড়ে যা খুশি হুকুম কর—সব খরচ আমার,' তপু বলে।

'হিপ হিপ হুররে, তপুদা জিন্দাবাদ,' লালী বলে উঠতেই বাকি সকলে গলা মেলালো।

সকলে মিলে রেস্তোঁরার দিকে চলে যাওয়ার পর তপু দাশগুপ্ত কোম্পানীর সদর দরজা দিয়ে অফিস ঘরে ঢুকে পড়ল। বেশ পুরনো ইঁট বের করা ঘরগুলো। তপু এদিক ওদিক তাকাতেই ওর নজর পড়ল অল্প বয়সের এক ছোকরার দিকে।

তপু একটু এগুতেই ছোকরা বলল, 'কাকে চাইছেন ?'

আপনি সম্বোধন শুনে তপুর যে বেশ আনন্দ হল তা বলাই বাহুল্য। ও তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'মানে, নব নিকেতন সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিতে এসেছিলাম।'

ছোকরা বেশ একটু অবাক হয়ে বলল, 'মানে, আপনি ওই পুরনো মান্ধাতার আমলের বাড়িটা কিনতে চান বুঝি ?'

'না, মানে ইয়ে, আমি ইতিহাসের ছাত্র কি না, তাই বাড়িটার ইতিহাস সম্বন্ধে একটু জানতে চাইছিলাম,' তপু বলে।

'তা, ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময় টময় আমার নেই বুঝলেন। তবে ওই বাড়িটা সম্পর্কে যা জানি বলছি,' ছোকরা বলে, 'আমার এখানে

আসার আগে থেকেই বাড়িটা আছে—ইতিহাস টিতিহাস কিস্যু নেই। আচ্ছা, তাহলে আসুন।'

তপু বুঝল ছোকরার কাছ থেকে আর জানবার মত কিচ্ছুই নেই। বেশ একটু মুষড়ে পড়েই ও বাইরে বেরিয়ে আসতেই বুড়ো মতন একজন লোক ওর পাশে এসে দাঁড়াল, 'তুমি নব নিকেতন সম্বন্ধে জানতে চাইছিলে? যদি জানতে ইচ্ছে থাকে তাহলে আমি অনেক কথা বলতে পারি।'

বেশ একটু আশ্চর্য হলেও মনে মনে বেশ খুশি হয়েই তপু জবাব দিল, 'তা আপনি বুঝি অনেক কিছু জানেন?'

'জানি বইকি। এখনকার মালিকদের কাছে আমিই বাড়িটা কুড়ি বছর আগে বিক্রী করেছিলাম। আহা কি চমৎকারই না ছিল তখন বাড়িখানা। আমি আর আমার স্ত্রী ওই বাড়ির এক বুড়িমাকে জানতাম। আর বাড়িখানার আজ কি দশা! এই সেদিনও দশরথের সঙ্গে কথা বলছিলাম—বাড়িটার নাড়ী-নক্ষত্র দশরথের চেয়ে আর কেউ ভালো জানে না,' বুড়ো লোকটা বলে।

তপুর কান দুটো তৎক্ষণাৎ খাড়া হয়ে উঠল। ও সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'দশরথ কে?'

'দশরথ দাস ছিল ওবাড়ির ম্যানেজার। ভারি বাগানের সখ ছিল ওর,' বুড়ো বলে।

'দশরথ দাসের ঠিকানা আপনি জানেন নাকি?' তপু জানতে চাইল।

'তা জানি বইকি। ওই তো পোস্ট অফিসের সামনেই একখানা ঘরে থাকে দশরথ,' বুড়ো বলে।

'আচ্ছা, বলতে পারেন নব নিকেতনের আগে অন্য কোন নাম ছিল কি?' তপু আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়।

'খুব সম্ভব ছিল, কিন্তু—আমার তা আর মনে নেই,' বুড়ো জবাব দিল।

তপু ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসতেই পঞ্চপাণ্ডবের বাকি সবাই হৈ হৈ করে ওকে ঘিরে ধরল।

'কোন খবর আছে তপু?' বুম্বাই বলে উঠল।

'তা মোটামুটি দু-একটা খবর আছে। এখন দশরথ দাসই আমাদের ভরসা,' তপু বলে।

'দশরথ দাস? সে আবার কে?' হৈমন্তী বলে উঠল।

'নব নিকেতনের ম্যানেজার ছিল দশরথ,' বলেই সব ব্যাপারটা তপু খুলে বলে।

'হুঁ, এখন তাহলে দশরথের পেট থেকে কথা বের করতে হবে,' গাবলু বলে।

'হুঁ, তবে কাজটা খুব সহজ হবে না বলেই মনে হচ্ছে,' হৈমন্তী বলে, 'ঠিক আছে, একটা কাজ করা যাক—দশরথ গাছ-গাছড়া ভালোবাসত, আমরা ওই গাছ সম্বন্ধেই ওর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার পরেই আসল কথাটা কৌশলে জেনে নেব।'

'চমৎকার বুদ্ধি বাতলেছিস হৈমন্তী,' তপু বলে, 'আমার কেবলই মনে হচ্ছে ওই যতীন হালদার লোকটাই চিঠির সেই হালদার।'

'কিন্তু সবাই মিলে গেলে হবে না। প্রথমে যাক হৈমন্তী আর লালা—তারপর আমরা সবাই হাজির হব,' বুম্বাই বলে।

মতলব ঠিক করে এবার সকলে রওয়ানা হল দশরথ দাসের বাড়ির দিকে। দশ মিনিটও কাটল না সকলে দশরথ দাসের বাড়ি পৌঁছে গেল। দশরথ দাসকে মোটামুটি চেনে সবাই, তাই খুঁজে পেতে একটুও দেরী হল না তপুদের।

বাড়িটার সামনে ছোট একফালি বাগানও আছে। ওদের নজর পড়ল একজন বুড়ো মত মানুষের ওপর। লোকটা বাগানে মাটি কুপিয়ে জড়ো করছিল।

হৈমন্তী আর লালী দরজা খুলে বাগানে ঢুকতেই লোকটা মুখ তুলে তাকাল। 'কি চাই?'

'আচ্ছা আপনিই কি দশরথ দাস ?' লালী জানতে চাইল।

'তা আমার ওই নামই বটে,' বুড়ো জবাব দেয়।

'মানে, আমরা এসেছিলাম আপনার কাছে গাছ লাগানো সম্বন্ধে একটু জানতে। তাই—' হৈমন্তী বলে।

'গাছ ? হ্যাঁ গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু তোমাদের শোনাতে পারি—কতদিন নব নিকতনে ওই কাজই করে এলাম। পলাশডাঙায় আমার চেয়ে পাকা লোক তোমরা পাবে না,' দশরথ দাস বলে।

'তপুদা, শুনছ উনি নব নিকেতনে কাজ করতেন,' লালী তপুদের শুনিয়ে বলে উঠতেই তপু, বুম্বাই আর গাবলু হুড়মুড় করে বাগানে ঢুকে পড়ল।

'নমস্কার দশরথবাবু,' তপু বলে, 'আমরা নব নিকেতনের সামনে দিয়ে সকালবেলায় যাচ্ছিলাম কিনা।'

'নাঃ ওই বাড়িতে বাগান বলে আর কিচ্ছু নেই,' হতাশা ঝরল দশরথ দাসের গলায়, 'কি সুন্দর বাগান ছিল আমার সময়। কি চমৎকার লাল গোলাপই যে ফুটত বাগানে তোমাদের যদি সেসব দেখাতে পারতাম।'

'চারদিকে এখন আগাছা আর আগাছা,' লালী বলে।

'লাল ইঁটও বেরিয়ে পড়েছে চারপাশের দেয়ালে,' বুম্বাই বলে।

'আর বোলো না বাছারা, মনটন বড় খারাপ হয়ে যায়। আর লাল ইঁটের কথা বলছো, তা ওবাড়ির যে লাল ইঁটের রঙই ছিল বরাবর। ওর নাম যে লালকুঠি ছিল,' দশরথ দাস বলে।

এমন একটা খবরের জন্য সত্যিই প্রস্তুত ছিল না পঞ্চপাণ্ডবের কেউই। বলে কি ? নব নিকেতনের নামই তাহলে লালকুঠি। ওরা ঠিকই আঁচ করেছিল তবে ? বেনামী চিঠির সেই বাড়ি তাহলে নব নিকেতনই ! কি আশ্চর্য ব্যাপার বেনামী চিঠির লেখক তাহলে বাড়িটার নাম যে বদলে গেছে সেই খোঁজই রাখে না ! তাজ্জব ব্যাপার !

র নাম যে লালকুঠি ছিল···পৃ-৪২

তপুই প্রথমে সামলে টামলে বলে, 'লালকুঠি নামটা বদলাে
হল কেন ?'

দশরথ দাস বেশ কিছুক্ষণ একটাও কথা না বলে তপুর মুখে
দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে ধরে বল
'লালকুঠির খুব বদনাম হয়ে গেছিল। ওখানে একটা ব্যাপার ঘটেছিল
আমার কর্তা আর কর্ত্রী ঠাকরুণ তো তাঁদের বাড়ির বদনাম সহ্য কর
পারলেন না—কাগজেও ছবিছটি আর খবরও যে ছাপা হচ্ছিল। ত
কর্তা বাড়িটাড়ি বেচে দিয়ে চলে গেলেন। তারপর নতুন যাঁরা বাড়ি
কিনলেন তারা নামটাম বদলে দিলেন।'

তপুরা গল্পটা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার
তপুই মুখ খুলল, 'কি হয়েছিল, দশরথবাবু? আপনার কর্তা খুব খার
কাজ করেছিলেন বুঝি ?'

'না—আমার কর্তা রতন চৌধুরী দেবতার মত মানুষ ছিলেন। ও
ছেলের জন্যেই ওঁদের ওই বদনাম। ভারি লজ্জার কথা,' দশরথের চো
জল নেমে এল।

পঞ্চপাণ্ডবেরা ব্যাপারটা বুঝেই তাড়াতাড়ি চুপচাপ বাগানের বাই
চলে এল।

খুশি হলেন ঘনশ্যাম

সকলে একটু দুঃখের সঙ্গেই বাইরে আসতেই লালী বলে, 'দশ
লোকটা বড় ভালো।'

'হ্যাঁ, আমাদের অত সব প্রশ্ন করা একটুও উচিত হয়নি। ম
সত্যিই খারাপ লাগছে,' তপু বলল।

'কিন্তু কি আর করা যাবে—আসল সত্যটা তো না হলে জান
পারা যেতো না। রহস্যটা আমার ঠিক ভেদ করতে পেরেছি—লাল
আর হালদার, দুটো রহস্যই আমরা জানতে পেরেছি,' হৈমন্তী বলে।

'রতন চৌধুরীর ছেলে কি এমন সাংঘাতিক কাজ করেছিল যাতে তাকে বাড়ি বিক্রী করে চলে যেতে হয়—সেটাই আমাদের জানতে হবে,' তপু বলে।

'এবার তাহলে কি করবে, তপুদা ?' গাবলু জানতে চাইল।

'আমার মনে হয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাকলাদারকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত,' তপু বলে, তিনি ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানেন—তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পারলেই বোঝা যাবে বেনামী চিঠির রহস্যর ব্যাপারটা কি রকম। তবে এটা খুব পরিষ্কার যে বেনামা চিঠির সেই লেখক হালদারকে লালকুঠি থেকে বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাড়াতে চায়। আমার কি মনে হয় জানিস ? আমার মনে হয় লোকটা অনেক দিন দেশ ছাড়া—তাই সে জানতেও পারেনি লালকুঠি নাম বদলে নব নিকেতন দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা সত্যিই দারুণ একটা রহস্যে ভরা।'

'তাহলে সুপারিণ্টেডেণ্ট চাকলাদারের কাছে কবে যাচ্ছিস তপু ?' বুম্বাই জানতে চাইল।

'শুভস্য শীঘ্রম জানিস তো শাস্ত্রেই বলে—অতএব আজ বিকেলেই,' তপু জানালো।

এরপর সবাই যে যার বাড়ি ফিরল।

তপু বাড়ি ফিরে আবার ভাবতে বসল বেনামা চিঠির লেখক লোকটা সত্যিই কে ? কেনই বা লোকটা হালদারকে লালকুঠি থেকে তাড়াতে চায় ? আর হালদার লোকটা ছদ্মনামই বা নিয়েছে কেন ?

নাঃ, রহস্য ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। সুপার চাকলাদার ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

বিকেলের দিকে তপু পরের শহরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাকলাদারের অফিসে গিয়ে হাজির হল। চাকলাদারের সহকারীর কাছে তিনি শহরে নেই কথাটা শুনে মুষড়ে পড়লো তপু।

সহকারী লোকটা জানাল চাকলাদার এক সপ্তাহের আগে ফিরছেন

না। সে আরও জানাল তপুরা যখন ওই বেনামী চিঠীর ব্যাপারে কিছু সূত্র-টুত্র পেয়েছে সেটা আইনতঃ ঘনশ্যম ঘড়গড়িকে জানানো উচিত।

তপু ভাবতে ভাবতে বাইরে বেরিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত ঘনশ্যাম গড়গড়িকেই জানাতে হবে ? ভাবতেই রাগ হয়ে গেল তপুর ? কিন্তু না জানিয়েও যে উপায় নেই—সুপারও রাগ করবেন।

শেষ পর্যন্ত সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘনশ্যামকেই সব জানাবে বলে তপু ঘনশ্যামের সঙ্গে দেখা করতেই চলল। মনে মনে তপু বেশ বুঝতে পারল সব কৃতিত্বটা অবশ্য ঘনশ্যামই দখল করবে—পঞ্চপাণ্ডবের নাম কোথাও থাকবে না।

ঘনশ্যামের বাড়িতে পৌছে কড়া নাড়তেই পাঁচুর মা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দরজা খুলল।

'কর্তাবাবু বাড়ি নেই,' পাঁচুর মা জানায়।

'টম্যাটো আছে তো ?' তপু জানতে চাইলো।

'তা আছে। আবার তো সেই এয়েচে কিনা,' পাঁচুর মা জানাল।

'তাই নাকি !' বলেই তপু সোজা দোতলায় টম্যাটোর ঘরে এসে ঢুকল।

'ওঃ তপুদা তুমি ? আমি আবার গোয়েন্দাগিরি করছি। কিন্তু আবার সেই বেনামী চিঠি এসেছে,' টম্যাটো বলে।

'লোকটার তাহলে তো সাহস খুবই বেড়ে গেছে। কেউ দেখেনি তাকে ?' তপু জানতে চায়।

'না, তপুদা। এবার চিঠিতে একটা মজার ব্যাপারও আছে—লাল-কুঠির বদলে ওতে নব নিকেতনের নাম আছে,' টম্যাটো বলে।

'চিঠিতে কি লেখা আছে রে ?' তপু জানতে চায়।

'নব নিকেতনের হালদারকে জিজ্ঞেস কর ওর আসল নাম কি,' টম্যাটো জানায়।

'ওহো ! তাই ঘনশ্যাম বুঝি নব নিকেতনেই ছুটেছে ?' তপু জানতে চাইল।

'হ্যাঁ', মামা সেখানেই ছুটেছে তপুদা,' টম্যাটো জানায়। 'তুমি যে সকালেই সব রহস্যটা ফাঁক করেছ মামা তো তা জানে না।'

'আহা বেচারি বুড়ি হালদার বউ—তোর মামা ফেরা পর্যন্ত আমাকে এখানেই থাকতে হচ্ছেরে টম্যাটো,' তপু বলে।

আচমকা পাঁচুর মার আর্তনাদ শুনে তপু আর টম্যাটো পড়ি কি মরি করে ছুটে নিচে নেমে আসতেই দেখে পাঁচুর মা প্রায় খাবি খেতে সুরু করেছে।

'কি ব্যাপার পাঁচুর মা? কি হয়েছে?' টম্যাটো জানতে চায় ভয় পেয়ে।

'সেই চিঠি আবার এয়েচে—ওই দেখ মেঝেয় পড়ে আছে,' পাঁচুর মা হাত দিয়ে একখানা চিঠি দেখিয়ে দিল।

তপু এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে নিয়েই খামটা ছিঁড়ে ফেলে। ঘনশ্যাম না ফেরা পর্যন্ত যে চিঠিটা খোলা উচিত নয় সে কথাটা আর উত্তেজনায় মনে রইল না তপুর।

সেই কাগজের ওপর অক্ষর সেঁটে লেখা একখানা চিঠি। ওতে লেখা: 'হালদারের সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছ, গর্দভরাজ?'

'কতক্ষণ আগে রান্নাঘরে ছিলে তুমি, পাঁচুর মা?' একটু কড়া গলাতেই জানতে চাইল তপু।

'তা আধঘণ্টা হবে গো। তখন চিঠি তো ছিলোনি,' পাঁচুর মা জানায়।

'আধঘণ্টা পরেও কেউ চিঠি রাখতে পারে না—আমি তো জানালায় বসে ছিলাম। কেউ এলে নির্ঘাত দেখতে পেতাম,' প্রতিবাদ জানায় টম্যাটো বেশ রাগ করে।

'হুঁ, রহস্যের উপর রহস্য—ব্যাপারটা মোটেও বোঝা যাচ্ছে না,' তপু বলে।

ওই যে মামা এসে গেছে, টম্যাটো বলে ওঠে।

একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ভারি খুশি হয়ে ঘরে ঢুকলেন

ঘনশ্যাম। তারপর তপুকে দেখেই বলেন, 'ও তপন মিত্তির এখানে হাজির। টম্যাটো তুই জানালায় বসে নজর রাখছিস না?'

'ইয়ে-রাখছিলাম মামা। পাঁচুর মা আবার একটা চিঠি বলে চ্যাচাতে' —টম্যাটো বলে।

'হুঁ হুঁ, বাবা আর চিঠি ফিঠি আসবে না,' ঘনশ্যাম খুশিভরা গলায় বলেন, 'চিঠির লেখক যেই শুনবে হালদার লোকটা আর নব নিকেতনে নেই। ব্যাটাকে তাড়িয়েছি!'

'কিন্তু···কিন্তু তাড়ালেন কেন মিঃ গড়গড়ি? ওরা কি করেছে?' বুড়ি হালদার বউয়ের কথা ভেবে বলে তপু।

'আমার অফিসে এস,' দারুণ খুশি মনে হতে থাকে ঘনশ্যামকে, 'কথাগুলো তোমার শোনা দরকার শ্রীমান তপন মিত্তির—পুলিশ কি ভাবে কাজ করে একবার শুনে যাও।'

টম্যাটো আর তপু দুজনেই ঘনশ্যামের পিছনে পিছনে অফিস ঘরে এসে ঢুকল।

'বোস,' হুকুম দেন ঘনশ্যাম। তারপর গা জ্বালানো ভাবে বলতে থাকেন, 'একটা খবর পেয়ে আমি নব নিকেতনে গেলাম—হ্যাঁ, ওই বাড়ির এককালে যে লালকুঠি নাম ছিল সেটা তোমরা বোধ হয় জানো না। সেখানে পৌছতেই সেই হালদার ব্যাটাকে দেখতে পেলাম। ওর বউ বাধা দিতে এসেছিল—দিলুম এক ধাক্কা···।'

'অ্যাঁ! আপনি তাকে ধাক্কা দিলেন?' তপু আঁতকে উঠল।

'তা, ধাক্কা বলতে তোমার আপত্তি থাকলে বলতে পারো সরিয়ে দিলাম,' ঘনশ্যাম মুচকি মুচকি গা জ্বালানো হাসির সঙ্গে বললেন, 'আমি হলাম এখানকার পুলিশের দারোগা, আমার সঙ্গে চালাকি—সোজা জিজ্ঞাসা করলাম ছদ্মনামে এ বাড়িতে বাস করছো কেন? ধরে একেবারে চালান দেবো! আর অমনি বুড়ি আমার হাতে পায়ে ধরে কাঁদতে সুরু করল। হুঁ, আমি হলুম গিয়ে পুলিশ কর্মচারী—ওসব ছেঁদো সাজানো কান্নায় ভোলবার মানুষ আমি নই।'

তপু কাঠ হয়ে ঘনশ্যামের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথাগুলো শুনতে লাগল।

ঘনশ্যাম বলে চললেন, 'তারপরেই বুড়ি বলে ফেলল সত্যি কথাটা। কি? না ওর মোটেই হালদার নয়, আসল নাম হল চক্রবর্তী। লোকটা মহা বজ্জাত। একেবারে দাগী শয়তান। এককালে সরকারী কাগজপত্র চুরি করে বিক্রী করত। তারপর ধরা পড়েই শ্রীঘর। জেল থেকে বেরিয়ে এখানে ছদ্মনামে লুকিয়ে ছিল শ্রীমান।'

'তাই হালদারকে গোপন কথা জানাও' এই কথাটা বেনামী চিঠিতে লেখা ছিল—যাতে ওই হালদার বা চক্রবর্তী সেটা শুনেই ভয় পেয়ে যায়,' তপু বলে।

'ঠিক,' ঘনশ্যাম বললেন, 'তাই আমি ওকে এক্ষুনিই [illegible] ছেড়ে পালাতে বলে এসেছি।'

'কিন্তু লোকটা যে অসুস্থ,' তপু বলে ওঠে।

'অসুস্থ না ছাই, সব সাজানো। আমার চোখকে ওরা ফাঁকি দেবে—কাল সকালে ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিয়েছি। কথা না শুনলে সোজা শ্রীঘর,' ঘনশ্যাম বললেন।

'আমার কিন্তু ব্যাপারটা অমন সহজ বলে মনে হচ্ছে না,' তপু বলে, 'হালদারকে ওই বাড়ি থেকে শুধু শুধু তাড়িয়ে কার কি লাভ হবে? নিশ্চয়ই অন্য একটা গোপন কারণ আছে।'

'ওসব মতলবে কোন কাজ হবে না শ্রীমান তপন মিত্তির,' ঘনশ্যাম বলেন, 'এর মধ্যে আবার রহস্য! ফুঃ! ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে এসেছি—সব ব্যাপারের এখানেই শেষ—একেবারে খতম। একেবারে জলবৎ তরলং!' কথা শেষ করেই টম্যাটোর দিকে ফিরলেন ঘনশ্যাম, 'টম্যাটো তোর আর থাকতে হবে না—কালই বাড়ি চলে যাবি। ওসব চিঠি ফিটির আমি পরোয়া করি না—সুশার চাকলাদার আমার ওপর দারুণ খুশিই হবেন। একখানা সার্টিফিকেটও পেয়ে যেতে পারি।'

'তা হয়তো পেতে পারেন আপনি, মিঃ গড়গড়ি,' তপু বলে, 'তবে

আমাদের কাছ থেকে পাবেন না—আপনি ভেবেছেন রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে—দেখে নেবেন কক্ষনও না।'

তপুর কাজ

ঘনশ্যামের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেই তপু টম্যাটোকে বলে, 'তোর জিনিসপত্র নিয়ে চলে আয়, টম্যাটো। তোর বাড়ি ফিরতে হবে না—কদিন আমাদের বাড়িতেই থাকবি চল।'

'চুঃ। তপুদা। আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠল টম্যাটো, 'সত্যি বলছ? উঃ কি আনন্দই হচ্ছে। আমি এক্ষুনি আমার সুটকেশটা নিয়ে আসছি, দাঁড়াও,' বলেই উপরে ছুটল টম্যাটো।

টম্যাটো ওর ছোট্ট সুটকেশটা নিয়ে আসতেই দুজনে তপুদের বাড়ির দিকে চলতে সুরু করল।

'বিকেলেই একটা আলোচনা করতে হবে, বুঝলি টম্যাটো,' তপু বলে।

'কিন্তু এখন একবার লালকুঠিতে গেলে হত না, তপুদা?' টম্যাটো বলল।

টম্যাটোর পিঠ চাপড়ে তপু বলে উঠল, 'ঠিক বলেছিস বুড়ো হালদার কেমন আছে সত্যি একবার দেখে আসা উচিত। ঘনশ্যাম যেরকম ব্যবহার করেছে তাতে আমার ব্যাপারটা ভাল বলে মনে হচ্ছে না—,' তপু জানায়।

'তাহলে তাই চল,' টম্যাটো বলে।

তপু আর টম্যাটো এবার পা চালাল লালকুঠির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে এসে পৌঁছল বাড়িটার সামনে।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই ওরা দেখল বুড়ো হালদার মাটিতে শুয়ে আছে। খুব যে অসুস্থ দেখলেই বোঝা যায়। হালদারের বউ পাশে বসে ওর মাথায় হাত বোলাচ্ছে।

তপু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলে, 'হালদারবাবুকে এখনই হাসপাতালে পাঠাতে হবে বুড়িমা। আমি এখনই খবর দিচ্ছি—কিছু ভাবনা নেই। টম্যাটো, তুই এখানে দাঁড়া,' বলেই তপু ছুটে বাইরে চলে গেল।

মিনিট দশেক পরেই ফিরে এল তপু। সঙ্গে হাসপাতালের লোকজন। সবাই ধরা ধরি করে যতীন হালদারকে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

সব কাজ মিটে গেলে তপু বলে, 'আপনি একলা তো এখানে থাকতে পারবেন না, বুড়িমা—কাউকে আজকের দিনটার জন্যে এখানে পাঠাতেই হবে।'

'আমি থাকব, তপুদা। তারপর কাল যা হয় করা যাবে,' টম্যাটো বলে ওঠে।

'চমৎকার হবে। সত্যিই তুই ভালো ছেলেরে টম্যাটো,' তপু বলে 'কালই আমি মাকে রাজি করিয়ে বুড়িমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবো। মা ঠিক রাজি হবে।'

'তোমাদের কি বলে আশীর্বাদ করব, জানি না। সোনার টুকরো ছেলে তোমরা,' হালদার বুড়ি চোখ মুছল, 'বুড়োর কোন দোষ নেই—ও জেলে গিয়েছিল আমারই জন্যে। টাকার লোভেই ওর এই দশা। আমাদের কথা শুনে চৌধুরী গিন্নী এ বাড়িতে থাকতে দিলেন বলেই এতোদিন বেঁচে ছিলাম।'

'চৌধুরী গিন্নী এখনও বেঁচে আছেন বুঝি ? তপু তাড়াতাড়ি জানতে চাইল।

'হ্যাঁ বাছা, আছেন। বয়স তো আমার চেয়েও বেশি। আহা বেচারির একমাত্র ছেলে অমলই ওদের সব দুঃখুর মূল। অসৎ সঙ্গে পড়েই গোল্লায় গেল ছেলেটা—হীরের গয়না-টয়না চুরি করে জেলে গেল কিনা। ওঃ সে কি কাণ্ড! হীরেগুলো আর পাওয়া গেল না। কোথায় যে সে চোরাই মাল লুকিয়ে রাখল। তারপর জেলের মধ্যেই মারা গেল অমল। অমন বাপ মা'র বুকটাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল, বাছা।

খবরের কাগজে কত লেখা আর লালকুঠির ছবি বেরোলো—,' বুড়ি বলল।

'তারপরেই বুঝি বাড়িটার নাম বদলে নবনিকেতন রাখা হল, বুড়িমা?' তপু দারুণ আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, বাছা,' হালদার বুড়ি বলে, 'অমল খুব খারাপ ছেলে ছিল না তো। ওর দুজন বন্ধুই সব দোষের গোড়া, ভারি চালাক ছিল লোক দুটো। একজন অমলের সঙ্গেই জেলে যায়—আর একজনকে আর পাওয়া যায় নি, সে কোথায় যে পালালো। খুব সম্ভব লোকটা উত্তরে কোথায় যেন পালায়।'

'তাহলে আমি এবার যাই বুড়িমা। আর টম্যাটো সাবধানে থাকিস কেমন?' বলেই তপু উঠে দাঁড়াল, 'আর বুড়িমাকে তোর কিছু টারজানও শুনিয়ে দিস।'

বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকতেই তপুর মা এসে ঢুকলেন।

'সারাদিন কোথায় টো টো করে ঘুরছিস রে তপু,' তপুর মা জানতে চাইলেন।

'কোথাও যাইনি মা,' তপু বলে, 'মা, তোমার কাছে একটা কথা বলব?'

'কি ব্যাপার বলতো, তপু? নিশ্চয়ই কিছু একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিস তুই। আমি তোকে দেখেই বুঝেছি,' তপুর মা ব্যগ্র হয়ে বললেন।

'খুব সাধারণ একটা ঘটনা, মা,' হাসতে হাসতে বলে তপু, 'শোন তোমায় বলছি মা।' তপু গোড়া থেকে বেনামী চিঠি আসা থেকে সুরু করে সমস্ত ঘটনাটি ওর মাকে শুনিয়ে দিতেই তপুর মা একেবারে হাঁ হয়ে গেলেন। কোন কথাই বেরুলো না তাঁর মুখ থেকে। বলে কি তপু! এত সব ব্যাপারে ও জড়িয়ে পড়েছে।

তপু ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই বলে, 'মা যতীন হালদারের বুড়ি বউ কি

আমাদের কাছে কদিন থাকতে পারে? তোমাকে সাহায্য টাহায্যও করতে পারে।'

তপুর মা বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করেই তাকিয়ে রইলেন তপুর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি খুশি হলাম তপু। বেশ, হালদার বউকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে পারিস।'

তপু আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'এই জন্যেই তো তোমাকে এত ভালবাসি মা। আমি জানতাম তুমি রাজি না হয়ে পারবে না।'

তপুর মতলব

সকাল বেলা উঠেই তপু সোজা লালকুঠির দিকে রওনা হল। টম্যাটো রাতটা কিভাবে কাটালো কে জানে। ভাবতে ভাবতেই তপু পৌঁছে গেল নতুন ঠিকানায় অর্থাৎ পুরনো লালকুঠিতে।

তপু দরজায় টোকা মারতেই অতি সাবধানে দরজা খুলে টম্যাটো মুখখানা বাড়াতেই তপু হাঁক ছাড়ল, 'দরজা খোল, টম্যাটো।'

'ওঃ তপুদা—তুমি এসে পড়ায় যা খুশি হলাম কি বলব। কিভাবে যে কালকের রাতটা কাটিয়েছি' টম্যাটো বলে।

'সে কিরে? কেন,' অবাক হল তপু।

'কাল সারারাত ধরে খালি দুপদাপ শব্দ আর লোকজনের গলার আওয়াজ পেয়েছি। বুড়িমাও শুনেছে,' টম্যাটো বলে।

তপু রান্নাঘরে গিয়ে হালদার বুড়ির সঙ্গে দেখা করে বলে 'বুড়িমা, টম্যাটোর কাছে শুনলাম কাল রাতে খুব ঝামেলা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ বাছা। মনে হয় সেই চোরেরা। কতবারই তো ওদের হুল্লোর করতে শুনেছি। একবার ওরা ঢুকেও পড়েছিল—কিন্তু কিই বা ওরা নেবে, এখানে তো কিছুই নেই। টম্যাটো বড় ভাল ছেলে—খুব সাহস ওর,' বুড়ি বলে। 'ও চিৎকার করে চোর তাড়িয়েছে।'

'যে ভাবে টম্যাটো চোর তাড়িয়েছে তাতে ওর পুরস্কার পাওয়া উচিত
তপু হেসে ফেলে।

কথাটা শুনে টম্যাটোর বুকটাও যেন দশ হাত হয়ে ওঠে।

তপু তাড়াতাড়ি বলে, 'বুড়িমা আপনি টম্যাটোকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে আপনার স্বামীকে একবার দেখে আমাদের বাড়িতেই চলে যান, কেমন। আমার মা সব জানেন।'

'তোমাদের মত ছেলে হয় না বাবা। সোনার টুকরো ছেলে—আমার বড় ভাগ্য তাই তোমাদের দেখা পেয়েছি,' হালদার বুড়ি চোখ মুছতে মুছতে বলল।

'আমি তবে চললুম রে, টম্যাটো,' তপু বলে।

'কোথায় যাবে, তপুদা ?' টম্যাটো জানতে চাইলো।

'শোন, আমি এবার একটা ছদ্মবেশ নেব বুঝলি। লালকুঠির ওপর নজর রাখা দরকার। আমি তাই আবার বাড়িতে চললুম—তোরাও বেরিয়ে পড়।' তপু রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বলে।

বাড়িতে ফিরেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল তপু। এবার একটা চমৎকার ছদ্মবেশ নিতে হবে। কিন্তু কি ধরনের ছদ্মবেশ ভাল হয় ভাবল তপু। হু, পুরনো জিনিষের কারবারী সাজলেই চমৎকার হয়।

তপু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছদ্মবেশ পরতে সুরু করল। কিছুক্ষণ পরে তপু যেন নিজেকেই আর চিনতে পারল না। একমুখ কাঁচা পাকা দাড়ি। ভ্রূর ওপর একটা বড় আব। নাঃ, কেউ আর চিনতে পারছে না। চমৎকার।

তপু আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে আর ঠিক তখনই দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

তপু এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকে পড়ল পঞ্চপাণ্ডবের বাকি সব্বাই। এমনকি টম্যাটো পর্যন্ত ততক্ষণে এসে যোগ দিয়েছে। লালী অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে ফেলল, 'কি বিচ্ছিরি

তোমায় দেখাচ্ছে, তপুদা। কি করে এরকম সাজতে পারো তুমি। মোট্টেও চেনা যাচ্ছে না।'

'কি ব্যাপার রে, তপু ? হঠাৎ এরকম ছদ্মবেশের দরকার পড়ল কেন ?' বুম্বাই জানতে চাইল।

'বলছি শোন। কয়েকটা ব্যাপার একেবারেই মাথায় ঢুকছে না, তপু বলে, 'এক নম্বর হচ্ছে ওই বেনামী চিঠির লেখক কিভাবে কারও নজরে না পড়ে এতোগুলো চিঠি রেখে গেল ? আর দু নম্বর হল সে ঘনশ্যামকেই বা চিঠি দিচ্ছিল কেন ?'

'আমার কি মনে হয় জানিস, তপু ?' হৈমন্তী বলে ওঠে আচমকা, 'আমার মনে হয় চিঠিগুলো পাঁচুর মা'ই রেখে দিচ্ছিল।'

হৈমন্তীর কথা শুনে সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। হঠাৎ তপুই হৈমন্তীর হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি লাগিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছিস হৈমন্তী। আমি একটা আস্ত গাধা, এই সহজ রহস্যটা একেবারেই বুঝতে পারিনি। পাঁচুর মা'কেই কেউ টাকা দিয়ে চিঠিগুলো নানা জায়গায় রাখতে দিচ্ছিল। কিন্তু ভাবছি লোকটা কে হতে পারে।'

টম্যাটো কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠল, 'কি বললে তপুদা, পাঁচুর মা ? আর আমি শুধু শুধু মামার কাছে অতো বকুনি খেলাম। দাঁড়াও একবার ওর সঙ্গে দেখা হোক মজাটা টের পাইয়ে দেব।'

'খবরদার টম্যাটো এখন একটা কথাও নয়। কিছুতেই পাঁচুর মাকে জানতে দেয়া যাবে না এখন যে আমরা ওকে সন্দেহ করছি,' তপু সাবধান করে দিল।

'তাহলে রহস্যটা এখানেই শেষ ?' গাবলু বলে।

'আমার তা মোটেও মনে হয় না,' তপু বলে, 'অবশ্য ঘনশ্যামের তাই ধারণা। আমার নিশ্চিত ধারণা শুধু ওই বুড়ো হালদারের ওপর কারও রাগই আসল রহস্য নয়—কিছু একটা গভীর রহস্য আছে এসবের পিছনে আমি এখন বেরুচ্ছি, বুঝলি ? তোরা সবাই এখানেই অপেক্ষা করিস।',

কথাটা বলেই তপু রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে হাঁক ছাড়ল, 'পুরনো ঘড়ি, গ্রামোফোন বিক্রী করবেন···পুরনো ঘড়ি—।'

লালকুঠির কাছাকাছি আসতেই তপু দেখে বাড়ির দরজা বন্ধ। হঠাৎ পিছন দিকে তাকাতেই ও দেখে বাগানের শেষে একটা মোটর গাড়ি দাঁড় করানো আছে। তাড়াতাড়ি নম্বরটা মুখস্থ করে নিল তপু। ডব্লিউ টি. এফ. ৪১০।

হঠাৎ বাড়ির মধ্য থেকে কিছু আওয়াজ ভেসে আসতেই মুখ তুলে তাকাল তপু। ওর নজর পড়ল দুজন লোকের ওপর। কারা ঢুকল লাল-কুঠিতে? একটু ভাল করে দেখবে বলে তপু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ ওর পিছন থেকে কেউ গড়া গলায় বলে উঠল, 'অ্যাই, কি চাইছিস এখানে?'

তপু তাড়াতাড়ি বলে, 'আমার বন্ধু হালদারকে খুঁজতে আছিলাম। তিনি গেলেন কোথায়? আপনারা তার বাড়িতে কি করতাছেন?'

'হালদার ভেগেছে। যা ভাগ এখান থেকে—এ বাড়ি আমরা কিনছি,' বয়স্ক লোকটা বলে ওঠে।

তপু তবুও বলে, 'আপনারা আমার বন্ধুর বাড়ি জোর কইর‍্যা ঢুকছেন। আমি পুলিশ ডাকুম—।'

'আরে এসব কি ব্যাপার এখানে? অ্যাই, কে তুই?' তপু খুব পরিচিত একটা গলা শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে ঘনশ্যাম গড়গড়ি এসে হাজির।

'এই যে স্যার, লোকটাকে তাড়ান তো। কে এক হালদারের খোঁজে এসে তখন থেকে জ্বালাতে সুরু করেছে,' বয়স্ক লোকটা বলে আবার।

'বটে! এই ব্যাপার? এই ভাগ এখান থেকে। হালদারের খোঁজে এসেছে,' ঘনশ্যাম তাড়া লাগাল. 'যাবি? না চালান দেবো তোকে হতভাগা?'

'যাইতাছি বাবু, গরীবের কেউই বন্ধু নাই,' তপু আস্তে আস্তে বাড়ির আড়ালে চলে গেল।

বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে আসতেই হঠাৎ তপুর নজর পড়ল সামনের

দিকে। আরে পাঁচুর মা হনহন করে চললো কোথায়? হুঁ, দেখতে হচ্ছে. সন্দেহজনক ব্যাপার। তপু বেশ খানিকটা দূর থেকে পাঁচুর মাকে অনুসরণ করতে সুরু করল।

এপথ সেপথ পার হয়ে পাঁচুর মা একটা ছোট দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর এদিকে ওদিকে বার কয়েক উঁকি ঝুঁকি মেরে বাড়িটার খিড়কির দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

তপু আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে বাড়িটাকে একবার ঘুরে দেখল। হঠাৎ ওর নজর পড়ল বাড়িটার বারান্দায় বড় বড় কয়েকটা কাঠের বাক্স। একটু এগিয়ে গিয়ে বাক্সগুলোকে ভাল করে দেখতে চাইল তপু। সামনে রাখা বাক্সটার দিকে তাকাতেই তপু দেখে বাক্সটার গায়ে কাল কালি দিয়ে লেখা : "আলগড়"।

তপু কিছুক্ষণ অবাক হয়েই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বাক্সটার দিকে। ওর মনে পড়ে গেল গড়গড়ি কথাটায় জোড়া অক্ষরটার কথা। তপুর মার কথাটাও মনে পড়ল। তপুর মা 'গড়' কথাটা শুনে বলেছিলেন কথাটা আলিগড় হতেও পারে।

রহস্যটা অনেকটা ফিকে হতে চলেছে বুঝতে আর বাকি রইল না তপুর।

ফিরে আসবে বলে ঘুরে দাঁড়াতেই তপু দেখল লালকুঠিতে দেখা সেই দুজন লোক গাড়িটা চালিয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে হাসতে হাসতে এসে দাঁড়াল পাঁচুর মা।

চট করে একটা গাছের আড়ালে সরে দাঁড়াল তপু।

আসল রহস্য

বাড়ি ফিরে মায়ের নজর এড়িয়ে নিজের ঘরে সুট করে ঢুকে পড়ল তপু। তপুর ঘরে পঞ্চপাণ্ডবের দল আর টম্যাটো তখনও অপেক্ষা করছিল। তপুকে দেখেই সকলে হৈ হৈ করে উঠল, 'কি খবর?'

তপু ছদ্মবেশ ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'দাঁড়া আগে দাড়ি গোঁফগুলো তুলে নিই। যা কুটকুট করছে।'

তারপর সমস্ত ঘটনাটা বলতেই লালী বলে উঠল, 'ঘনশ্যাম তোমাকে চিনতে পারেনি তো তপুদা?'

'নাঃ। যা একখানা ছদ্মবেশ নিয়েছিলাম,' তপু বলে।

'কিন্তু ঐ লোকদুটো কে? পাঁচুর মা ও বাড়িতে গেলই বা কেন?' হৈমন্তী জানতে চায়।

'আমার সন্দেহ ওই লোক দুটোই আসল গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে। না হলে ওরা লালকুঠিতে সকালবেলাতেই হাজির হল কেন?' তপু বলে।

'আচ্ছা তপু, ওই দুজনকেই তুই তাহলে লালকুঠিতে দেখেছিস?' বুম্বাই প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, সেই লোকদুটোই। আমি ঠিকই চিনেছি,' তপু বলে।

'তপু!' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল হৈমন্তী, 'ওই দুটো লোকই তাহলে রতন চৌধুরীর ছেলে সেই অমলের বন্ধু নিশ্চয়ই—কোন সন্দেহ নেই। ওদের একজন জেলে গিয়েছিলে আর অন্য জন উত্তরে কোথায় পালিয়ে যায়।'

'আলিগড়ে,' টম্যাটো বলে উঠল।

'হ্যাঁ, আলিগড়ে,। আর ওখানকার একটা কাগজের থেকেই 'গড়' কথাটা কেটে কাগজে লাগাচ্ছিল,' তপু বলে, 'কিন্তু ওরা কেন হালদারকে লালকুঠি থেকে তাড়াতে চাইছিল? কেউ বলতে পারিস?'

'হ্যাঁ। সেই হীরে চুরির কি হল? হীরেগুলো তো একেবারেই পাওয়া যায় নি,' গাবলু বলে উত্তেজিত হয়ে, 'তপুদা, ওই হীরেগুলো নিশ্চয়ই লালকুঠিতে কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে। সেই অমল নিশ্চয়ই এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে হীরেগুলো যাতে কেউ আর খুঁজে না পায়—ও ভেবে ছিল জেল থেকে বেরিয়ে হীরেগুলো বেচে খুব বড়লোক হয়ে যাবে।'

'ঠিক বলেছিস। এই জন্যেই ওরা হালদারকে লালকুঠি থেকে তাড়াবার জন্যেই ঘনশ্যামকে বেনামী চিঠি দিচ্ছিল—হালদারের গোপন ব্যাপারটা ওরা প্রথমেই জেনে নিয়েছিল। তবে ওরা জানতে পারেনি লালকুঠির নাম বদলে নব নিকেতন রাখা হয়েছে।' তপু বলে।

'হুঁ, সব কিছুই ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে,' লালী বলে, 'ঃ আমরা শুধু আগে যদি জানতাম নবনিকেতনের নামটাই লালকুঠি।'

'তপু,' হৈমন্তী বলে ওঠে, 'হীরেগুলোর ব্যাপার কি হবে রে? সুপার চাকলাদারকে ব্যাপারটা জানাবি না?'

'চাকলাদার শহরে নেই,' তপু বলে, 'আমি গিয়েছিলাম। তার অফিস থেকে ঘনশ্যামকে জানাতে বলে দিয়েছে। ঘনশ্যামকে জানাতে হবে—হুঁ। ঘনশ্যামের তো ধারণা সব রহস্য ফাঁক।'

'তাহলে চাকলাদার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি?' হৈমন্তী বলল।

'কক্ষণও না। লোক দুটো তাহলে সব হীরেগুলো নিয়ে নির্ঘাত সটকাবে,' টম্যাটো বলে ওঠে। 'চুঃ—তপুদা, চলো না তুমি আর আমি ওদের ওপর লক্ষ্য রাখি। লোক দুটো নিশ্চয়ই এতক্ষণে খোঁজা-খুঁজি সুরু করে দিয়েছে।'

'আমার মনে হয় হীরেগুলো খুব সম্ভব ওই রান্নাঘরে আছে—না হলে হালদারদের তাড়াবার জন্যে ওরা অত ব্যস্ত হল কেন,' তপু বলে।

'হালদাররা বোধ হয় হীরেটীরের ব্যাপারটা একদম জানে না,' লালী বলে, 'কিন্তু ওরা কোন গোপন জায়গার কথা জানতেও পারে, তাই না তপুদা?'

লালীর পিঠ চাপড়ে তপু বলে ওঠে, 'চমৎকার কথা বলেছিস, লালী। হালদার বুড়িকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলে হয়। এক্ষুনি জিজ্ঞেস করতে হবে—দেরীটেরী হলেই সর্বনাশ।'

'তাহলে এখন কি করব?' বুম্বাই বলে।

'এক কাজ কর, তোরা সবাই রাস্তায় বেরিয়ে লালকুঠির দিকে চলতে থাক। আমি আর টম্যাটো থাকছি। আমরা হালদার বউকে কথাগুলো জিজ্ঞেস করেই তোদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। তারপর সব্বাই মিলে গোয়েন্দাগিরি সুরু করব লালকুঠিতে পৌঁছে,' তপু উঠে দাঁড়াল।

'হিপ, হিপ হুররে,' বলে সবাই রাস্তায় ছুটল।

কিছুক্ষণ পরেই তপু আর টম্যাটো রাস্তার ওপরেই বাকি সকলকে ধরে ফেলল।

তপুকে দেখেই হৈমন্তী আর বুম্বাই বলে উঠল, 'কিরে হালদার বুড়ি কোন কিছু গোপন জায়গার কথা জানাল নাকি?'

'না,' হতাশ হয়ে বললো তপু, 'সেরকম কিছু ওর জানাটানা নেই।'

'তপুদা, আমার কি মনে হচ্ছে জানো?' টম্যাটো বলে।

'কি?' তপু জানতে চাইল।

'একটা চমৎকার দেখে টবিতা লিখে ফেলি,' টম্যাটো বলে।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

'তাহলে লিখে ফেল টম্যাটো,' লালী বলে, 'বেশ কদিন তোর টবিতা শোনা হয়নি,' লালা হাসতে হাসতে বলে।

'কিন্তু পারছি না যে,' শুকনো স্বরে বলে টম্যাটো, 'এত চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই আর সুরু করতে পারছি না।'

'টবিতা লেখা দারুণ সহজ,' তপু বলে, 'কি করতে হয় জানিস? শুধু তোর জিভটাকে আলগা করে দেয়া। ব্যাস, তরতর করে দেখবি টবিতা বেরিয়ে আসতে থাকবে। এই ছাখ, ঠিক এই রকম—

'টবিতা তো লেখা নয় শক্ত
ঝরে না তো ঘাম আর রক্ত,
জিভটার খুলে দাও খিলটা
তরতর এসে যাবে মিলটা।

মিনিটেই লেখা হবে টবিতা
মনে হবে ঠিক যেন ছবি তা!'

তপু কোন ভাবনা চিন্তা না করে ঝরঝর করে লাইনগুলো সটান বলে যেতেই টম্যাটোর চোখ দুটো একেবারে গোল হয়ে প্রায় বেরিয়ে আসে আর কি!

'তপুদা, তুমি—তুমি একটা যাদুকর,' টম্যাটো বলে ওঠে, 'আমি এত করে টবিতা লিখতে চাই কিন্তু কিছুতেই পারি না, আর তুমি লিখতে চাও না অথচ মুখ খুললেই তরতর করে বেরিয়ে আসে।'

'আমার মাথাটা আর খারাপ করে দিসনি টম্যাটো,' তপু হাসি চেপে বলে।

ততক্ষণে সবাই লালকুঠিতে পৌঁছে গেছে।

'কেউ বাড়িতে নেই বলেই মনে হচ্ছে তপুদা,' লালা চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে।

'হ্যাঁ, গাড়িটাও দেখছি না। চল সবাই আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ি, কিন্তু সকলে একসঙ্গে ঢোকা চলবে না। একজনকে বাইরে পাহারায় থাকতে হবে—কাউকে আসতে দেখলেই সে শিস দিয়ে আমাদের সঙ্কেত করে দেবে। গাবলু প্রথমে পাহারায় থাক,' তপু বলে।

গাবলুকে পাহারায় রেখে বাকি সকলে খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। বাড়ির দরজা খোলাই ছিল।

সকলে প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকে খোঁজাখুঁজি সুরু করল। ছোট্ট একটা গর্ত দেখে লালী তাতে হাত ঢুকিয়ে দিয়েই হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

তপু সঙ্গে সঙ্গে লালীকে তুলে ধরল, 'কি হল রে লালী?'

'হাতে কি একটা লাগল শক্ত মত,' লালী আঙুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলে।

তপু ঝুঁকে পড়ে গর্তটা দেখেই হো হো করে হেসে উঠল।

'একটা ইঁদুর ধরা কল। ওতেই তোর হাত আটকে গিয়েছিল রে লালী। তুই ভেবেছিলি বোধহয় হীরের বাক্স, তাই না?'

সবাই আবার হেসে উঠল।

সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও সন্দেহজনক কোন জায়গাই ওদের নজরে এলো না যেখানে হীরেটীরে লুকিয়ে রাখা যায়।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই পঞ্চপাণ্ডবের দল বাইরে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় বেশ কিছুটা এগিয়ে আসার পর হঠাৎ টম্যাটো তপুর হাত চেপে ধরল, 'তপুদা, সর্বনাশ! মামা আসছে।'

ঘনশ্যাম ততক্ষণে সাইকেলে চেপে ওদের সামনে এসে পড়েছেন।

'এখানে কি করছিলি টম্যাটো?' হুঙ্কার ছাড়লেন ঘনশ্যাম, তোকে না বাড়ি যেতে বলে দিয়েছিলাম।'

'টম্যাটোকে আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছি আমি,' তপু এমন গলায় কথাটা বলে যে টম্যাটো কোনদিন এরকম গলা শোনেনি 'মিঃ গড়গড়ি, হালদার আর তার বউয়ের কি হয়েছে একবার জানতে চাইলেন না?'

'জানার যা তা জেনেছি বৈকি, তাদের ভাগিয়ে দিয়েছি,' ঘনশ্যাম কড়া গলায় জবাব দিলেন, 'হালদার একটা বিশ্বাসঘাতক। যে লোকটা বেনামী চিঠি লিখেছে সেই সত্যি কথাই লিখেছিল।'

'তাহলে একটু শুনে রাখুন, হালদারের স্ত্রী আমাদের বাড়িতে আছেন আর হালদার হাসপাতালে—কারণ তার খুব অসুখ। মনে হয় শুনে খুশি হয়েছেন মিঃ গড়গড়ি,' তপু বলে, 'আপনি ওদের ওপর খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন।'

'খবরদার!' হুঙ্কার ছাড়লেন ঘনশ্যাম, 'ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে না ছোকরা।' তপু কোন জবাব না দেওয়ায় আবার কড়া গলায় বললেন ঘনশ্যাম, 'আর তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—নব নিকেতন বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। ওখানে বিনা হুকুমে যদি ঢুকতে দেখি তোমাকে, তাহলে ফ্যাসাদে পড়বে বলে দিচ্ছি—মালিকদের হুকুম

ভারি চমৎকার তুজন ভদ্রলোক বাড়িটা কিনেছেন। অতএব সাবধান শ্রীমান তপন মিত্তির।'

'খবরটার জন্যে ধন্যবাদ মিঃ গড়গড়ি,' তপু বলে, 'এই রকমই কিছু আশা করছিলাম। ওই বাড়িতে যেতে পারি ভাবলেন কেন জানতে পারি কি?'

'তোমার মত ছেলেকে আমার চিনতে বাকি নেই। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোই তোমার কাজ আমি জানি,' ঘনশ্যাম চড়া গলায় বললেন, 'টম্যাটো, শিগগীর চলে আয়।'

'আমায় তপুদা কদিন থাকতে বলেছে মামা,' টম্যাটো তপুর পেছনে লুকিয়ে পড়তে পড়তে বলে।

'হুম্।' গর্জন করে উঠলেন ঘনশ্যাম, 'তপন মিত্তির নিজের মতোই টম্যাটোর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমিও ঘনশ্যাম গড়গড়ি। একবার টম্যাটোকে হাতে পাই তারপর দেখে নেব,' বলেই সাইকেল চালিয়ে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে রাস্তার আড়ালে চলে গেলেন ঘনশ্যাম। শুধু তার মনে হল এমন কিছু একটা ব্যাপার চলেছে যেটা তিনি বুঝতে পারছেন না। তপন মিত্তিরকে একটুও বিশ্বাস নেই। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি কিছুতেই মাথায় এলো না ঘনশ্যামের।

ঘনশ্যাম দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

তপুদা, তুমি একাই দশজন মামার সমান,' টম্যাটো চোখ গোল করে বলে উঠল।

'এবার তাহলে কি করবি তপু?' হৈমন্তী জানতে চাইল।

'বাড়িটা আবার ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে। কয়লার ঘরটাও দেখা দরকার। তাছাড়া রান্নাঘরের জলের পাইপটাও দেখতে হবে—পাইপটায় ভালো করে জল বেরোয় না। আজ রাত্তিরেই আমি একা যাবো—লোক দুটো ঢোকার আগেই,' তপু বলে।

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব তপুদা,' টম্যাটো বলে।

'না, আমি একাই যাবো। শুধু ভাবছি সুপার যদি এখানে থাকতেন,' তপু বলে।

তপুর গোয়েন্দাগিরি

তপু টম্যাটোকে আগেই বলে দিয়েছিল ও ইচ্ছে করলে আরও যে কদিন খুশি তপুদের বাড়িতে থেকে যেতে পারে। টম্যাটো মনে মনে ঠিক করল তাই থাকবে—টম্যাটোর এরকম ভাবনার একটা কারণও অবশ্য ছিল না তা নয়।

তপু যদি রাত্তির বেলায় লালকুঠিতে যায় তাহলে টম্যাটোও যাচ্ছে এটাও ঠিক। তপুর সঙ্গে অবশ্য নয়—কারণ নির্ঘাত ওকে ও জোর ফেরত পাঠাবে। ও যাবে তপুর পিছনে পিছনে যাতে তপুর কিছু না হয়। লোকগুলো লালকুঠিতে ঢুকলে তপুর বিপদ হতে পারে—টম্যাটো আড়ালে থেকে ওকে সাহায্য করতে পারবে।

টম্যাটোকে ডাকলো এবার তপু:

'টম্যাটো, তুই আমার ঘরেই ঘুমুবি, টুসি তোর কাছে থাকবে, বুঝলি?'

'ঠিক আছে, তপুদা। আমি বরং একটা নতুন টবিতা লিখে ফেলার চেষ্টা করি,' টম্যাটো বলে।

'গুড বয়,' বলেই তপু বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতেই টমাটো ওর মোটা খাতা আর পেন্সিল নিয়ে টবিতা লিখতে বসল।

"বেচারা ইঁদুর ছিল এক…"

টম্যাটো টবিতাটা সুরু করেও আর এগুতে পারল না। নাঃ, তপুদার জিভটাই একদম আলদা। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই টম্যাটো নোট খাতা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল তারপর চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল তপু কখন বাড়ি ছেড়ে বেরোয়।

রাত দশটা। সকলের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আলো-টালোও এবার নিভে গেল। তপু পায়ে পায়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। টম্যাটো তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

'এখনই যাচ্ছ, তপুদা?' টম্যাটো জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। দেরী করলে হবে না। তুই টুসিকে সামলে রাখ,' বলেই তপু বাইরে বেরিয়ে যেতেই টুসি ঘেউ ঘেউ করে বাড়ি মাথায় করে তুলল।

তপু বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট দুয়েক পরেই টম্যাটোও পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে পড়ল টুসিকে আটকে রেখে। টুসি একেবারে দারুণ ক্ষেপে গেল—ব্যাপার কি দুজনেই ওকে রেখে গেল? আচ্ছা আমিও দেখছি—টুসির মনের ভাবখানা ওই রকমই।

তপু চলতে চলতে ভাবল লোকদুড়ো নিশ্চয়ই বাড়িটা কেনেনি। সবটাই একটা ধাপ্পা। টম্যাটো যে ওকে অনুসরণ করে আসছে ঘুনাক্ষরেও টের পেল না তপু।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই লালকুঠিতে পৌছে গেল তপু আর তার পিছনে পিছনে টম্যাটো।

খিড়কির দরজা দিয়ে তপু ঢুকে পড়ল। টর্চটা জেলে ও রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল। প্রায় উবু হয়ে রান্নাঘরের চারদিকে টর্চ ফেলে দেখতে লাগল তপু। নাঃ, সন্দেহজনক কিছুই কোথাও নেই যেখানে হীরেগুলো লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

হঠাৎ একটা খুট করে শব্দ হতেই টানটান হয়ে গেল তপু। কেউ ঢুকল নাকি? তাড়াতাড়ি একটু এগুতেই তপুর টর্চের আলো পড়ল একটা ছোট্ট কয়লা রাখার ঘরের ওপর। কয়লা অবশ্য বেশি নেই। তপু ঘরটার মধ্যে ঢুকতেই টর্চের আলোয় ও দেখে কয়লার ফাঁক দিয়ে দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা বড় ফোকর আর তার মুখে একটা মই রাখা আছে। তাহলে কি ওই ফোকরের মধ্যেই কোথাও হীরেগুলো লুকনো

আছে ? ফোকরটা বেশ বড়—ঠিক মাটির নিচে একটা ঘরের মত। অনায়াসে দুচারজন লোক ঢুকতে পারে।

তপু তন্ময় হয়ে দেখছে হঠাৎ আবার কানে ভেসে এল সেই খুট করে একটা শব্দ। তপু পা টিপে টিপে রান্নাঘরে এসে ঢুকল। হঠাৎ এক ফোঁটা জল পড়ল তপুর হাতে। ও চমকে উঠেই টর্চটা জ্বালল। জলের পাইপের একটা জোড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

'পাইপটা আলগা,' ভাবল তপু। ও হাত দিতে নড়ে উঠল ওটা। তাহলে কি— ? না না তা হতে পারে না। তাহলে কি কেউ পাইপটা কেটে ছিল কোন কারণে ? তাইতো মনে হচ্ছে—। হঠাৎ তপুর মনে হল পাইপের মধ্যে জোর করে কেউ কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে—আর তাই জলটাও ঠিক আসতে পারছে না।

কিন্তু কি হতে পারে সেটা ? তাহলে কি সেই হীরেগুলোই ? দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল তপু।

'ঠিক জায়গাটাই এবার খুঁজে পেয়ে গেছি,' তপু আপন মনেই ভাবল 'নিশ্চয়ই সেই অমল হীরেগুলো এই জলের পাইপের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে পাইপটা বন্ধ করে দিয়ে ছিল—ভেবে ছিল বোধ হয় পরে এক সময় বের করে নেবে। দারুণ বুদ্ধিমান ছেলে তো। ওঃ কি চমৎকার লুকোনোর জায়গা ! কেউ ভাবতেই পারবে না।

হঠাৎ তপুর মনে হল কেউ চলাফেরা করছে বাড়ির মধ্যে। খুটখুট করে শব্দ-টব্দ ভেসে আসছে। নাঃ আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা উচিত হবে না—লোকদুটো যদি সত্যিই এসে পড়ে। যেভাবেই হোক সুপারি-ন্টেডেণ্ট চাকলাদারের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। যদিও চিঠিতে সব লিখে রেখে এসেছে ও সুপারকে। কিন্তু তিনি যদি না আসেন ?

পায়ে পায়ে রান্নাঘর ছেড়ে চুপিচুপি বাইরে বেরিয়ে এল তপু। আর সেই মুহূর্তেই কেউ ওর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে চেপে ধরল। আর তক্ষুনিই অন্য কেউ একটা টর্চের আলো ফেললো ওর মুখের ওপর।

একটা টর্চের আলো ফেললো ওর মুখের ওপর…পৃ-৮৬

'ওঃ—সেই হোঁতকা ছোকরা, তাই না? এখানে কেন এসেছিস? খুঁজছিস কি বল—বল শিগ্‌গীর। না হলে মজাটা টের পাইয়ে দেব,' কে যেন কড়া গলায় বলে উঠল।

তপু ভাল করে তাকাতেই দুজন লোককে দেখতে পেলো। লাল-কুঠিতে আগে দেখা সেই লোক দুজনই। শব্দটা ও তাহলে ঠিকই শুনে ছিল—কেন যে সেটার কথা ভাবেনি—নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল তপুর দুঃখের চোটে।

এবার কোন উপায় না দেখে প্রাণপণে তপু চিৎকার করে উঠল, 'ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে। বাঁচাও! বাঁচাও!'

'কেউ শুনতে পাবে না, ছোকরা!' একজন বলে উঠল, 'যতো খুশি চ্যাঁচাতে থাকলেও কেউ শুনতে পাবে না, হাঃ, হাঃ।'

টম্যাটোর অ্যাডভেঞ্চার

কিন্তু তপুর চিৎকার শোনার মত একজন কাছেই ছিল—সে হচ্ছে টম্যাটো। তপু লালকুঠির মধ্যে ঢুকে যাওয়ার পর রান্নাঘরের বাইরে আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিল টম্যাটো।

তপুর চিৎকার শুনেই টম্যাটো মনে মনে বলে, 'সর্বনাশ! নিশ্চয়ই তপুদা ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু কি করব? ভেতরে ঢুকলে আমাকেও যদি ধরে ফেলে ওরা?'

টম্যাটো তবুও সাহসে ভর করে একটু এগুতেই তপুর আর্তনাদ ওর কানে ভেসে এল।

'একজন বলে উঠল, 'ছোকরার গায়ে শক্তি আছে। সাবধানে ধরে থাকিস।'

'কিন্তু এটাকে রাখব কোথায়?' অন্যজন বলে উঠল।

'মাথায় এক ঘা কষিয়ে দিলে কেমন হয়?' প্রথমজন বলে।

'না, পুলিশের হাঙ্গামা হতে পারে—আবার জেলে যেতে চাস?

খবরদার অমন কাজও নয়। 'এটাকে বরং ওই চোর কুঠুরিতে আটকে রাখা যাক।'

টম্যাটো কাঁপতে কাঁপতে শুনতে পেল লোকদুটো তপুকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই একজন বলে উঠল, 'দরজাটা বন্ধ রাখ—ছোকরা একেবারে বিচ্ছু। আমার হাঁটুতে দারুন জোরে লাথি কষিয়েছে। যাকগে, থাক ব্যাটা বন্ধ হয়ে—চল, চল হীরেগুলো খুঁজে দেখা যাক, এখানেই কোথাও আছে।'

কথাগুলো শুনেই টম্যাটোর বুকটা ছ্যাং করে উঠতে চাইল। চোর দুটো শেষ পর্যন্ত হীরে নিয়েই তাহলে পালাবে? তপুদাকে কোথায় আটকে রাখল কে জানে। যেভাবেই হোক সাহায্য করতেই হবে। এই রকম মনে ভেবেই টম্যাটো দৌড়ে বাগানের সামনে রাস্তায় এসে পড়ল।

টম্যাটোর হঠাৎ চোখ পড়ল একজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি ছুটে গেল লোকটার কাছে।

'শুনছেন, আমার এক বন্ধুকে দুজন গুণ্ডা ডাকাত এই খালি বাড়িটাতে আটকে রেখেছে একটু সাহায্য করবেন। দয়া করে একটু আসুন না।'

লোকটা কথাটা শুনেই দারুণ ঘাবরে গেল। 'পুলিশে খবর দাও—আ—আমি পারব না।'

'না, না, পুলিশে হবে না। আপনি একটু আসুন,' কাতর ভাবে বলে টম্যাটো।

'না, না—আমি থানায় খবর দিতে যাচ্ছি,' বলেই লোকটা প্রায় ছুটতে সুরু করল।

টম্যাটোর অবস্থা দারুণ কাহিল। কোন ক্রমেই এখানে ঘনশ্যামকে আসতে দেয়া যাবে না, তাহলেই সর্বনাশ। পাগলের মতো হয়েই টম্যাটো আবার রান্নাঘরের কাছে ছুটে যেতে চাইল আর ঠিক তখনই

পায়ের কাছে নরম গোছের কিছু একটা লাগতেই ও দারুন চমকে গেল। ওরে বাবা, কি এটা!

আর তখনই সেটা কেঁউ কেঁউ করে উঠল।

টম্যাটো নিচু হয়ে দেখেই লাফিয়ে উঠল, 'আরে টুসি! তুই কেমন করে এখানে এলি?'

টুসি ল্যাজ ট্যাজ নেড়ে একাকার। কি করে ও এসেছে তা টুসিই জানে। টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে সেখান থেকে জানালা। ব্যাস্ তারপরেই একেবারে রাস্তায়—গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সোজা লালকুঠি।

টম্যাটোর ভাবখানা দেখে টুসিও বুঝল কিছু একটা বিপদ হয়েছে। টম্যাটোর কাছে ও যেন জানতে চাইল, 'আমার প্রভু কোথায়? শিগগীর বলতো।'

শুধু দু-একটা মুহূর্ত। টুসির কানে বাড়ির সেই লোক দুজনের কথা-বার্তার টুকরো ভেসে আসতেই টুসি একলাফে বারান্দায় উঠে পড়ল।

লোক দুজন বাইরে বেরিয়ে আসতেই টুসি ঘেউ ঘেউ করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একজনের হাঁটু কামড়ে দিল। লোকটা হাঁউ মাউ করে উঠতেই অন্যজনের হাত কামড়ে ধরে টুসি।

লোক দুজনই দারুণ ভয় পেয়ে এক ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তেই টুসিও তাদের তাড়া করে ছুটল। লোক দুজন অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল এবার।

তপুর গায়ের গন্ধ পেয়েই বোধ হয় এবার টুসি একটা ছোট বন্ধ ঘরের সামনের দরজায় আছড়ে পড়ল। টম্যাটোও ততক্ষণে ছুটে এসে পড়েছে। দরজার দিকে তাকিয়েই টম্যাটো দেখল সুধু শিকল আঁটা দরজায়। একটু লাফিয়ে ও দরজা খুলে দিতেই টুসি লাফ মেরে ঢুকে পড়ল।

'তপুদা! তপুদা, শিগ্গীর বেরিয়ে এস,' চিৎকার করে উঠল টম্যাটো।

তপুদা তোমার কপাল কাটল কি করে...পৃ-১২

'টম্যাটো! তুই? তুই কোত্থেকে এলি? একি টুসিও এসে পড়েছে,' তপু ভাঙ্গা গলায় বলতে বলতে বেরিয়ে এল।

'তপুদা তোমার কপাল কাটল কি করে—একি, রক্ত পড়ছে যে?' টম্যাটো প্রায় কেঁদে ফেলে। টুসি ততক্ষণে আবার লোক দুটোকে খুঁজতে ছুটেছে।

'একটু বসতে দে, টম্যাটো, মাথাটা টলছে। হ্যাঁ, এবার সব মনে পড়ছে,' তপু বসতে বসতে বলল, 'কিন্তু—তোরা—তুই আর টুসি কেমন করে এখানে এলি?'

'সে কথা পরে শুনো তপুদা। টুসি বোধ হয় লোক দুটোকে এখনও তাড়া করছে। আমি এক মিনিট দেখেই আসছি', বলেই টম্যাটো বেরিয়ে যেতেই একজনের ছায়া দেখে ও থমকে গেল।

'টম্যাটো! তুই এখানে কি করছিস? একজন আমাকে খবর দিল লালকুঠিতে কে একটা ছেলে বিপদে পড়েছে—তু—তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করে থাকলে…।'

গলাটা ঘনশ্যামের। টম্যাটো সাক্ষাৎ যমকে সামনে দেখলেও বোধ হয় এতোটা ভয় পেতো না। ও এক লাফে রান্নাঘরে ঢুকতে গেল। ঘনশ্যামও প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে ছুটতে গেলেন।

আর—আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে ঘনশ্যামের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল টুসি। মনের আনন্দে ও ঘনশ্যামের পা কামড়াতে সুরু করে দিল। পরম শত্রুকে যেন বহুকাল পরেই এমন চমৎকার হাতে পাওয়া গেছে টুসির ভাবখানা এই রকমই।

'অ্যাঁ—হতচ্ছাড়া কুকুরটাও এখানে! তাহলে নির্ঘাত সেই হোঁদল কুতকুত তপন মিত্তিরও আছে—ভাগ—ভাগ হতচ্ছাড়া নেড়ী কুত্তা। টম্যাটো, টম্যাটো কুকুরটাকে সামলা শিগগীর!' আর্তনাদ করে চললেন ঘনশ্যাম।

ঘনশ্যাম পাগলের মতই এবার ছুটে যেতে টুসিও তাড়া করল।

এমন চমৎকার সুযোগ তো আর মেলে না। আজ ওকে বাধা দেবার কেউ নেই।

ঘনশ্যাম ছুটতে ছুটতে সেই চোর কুঠুরিতে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। পেছনে পেছনে টুসি।

আর ঠিক তখনই লোক দুজন আড়াল থেকে ব্যাপারটা দেখে ফেলল। একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্বনাশ! পুলিশ!'

'কিন্তু মোটা ছেলেটা কোথায় গেল?' আর এক জনের গলা শোনা গেল।

'ওই চোরা কুঠুরির মধ্যেই তো। ছোকরা নিশ্চয়ই এখনও অজ্ঞান। দরজাটা বন্ধ কর শিগ্‌গীর।' লোকটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যজন দরজার শিকল তুলে দেয়।

'কিন্তু এখন করব কি? হীরেগুলো আজ আর খুঁজে কাজ নেই—আজ রাতটাই একেবারে মাটি—.' একজন বলল।

'এখন বাড়ি ফেরাই ভাল,' বলেই অন্যজন টর্চটা জ্বালতেই আলোটা গিয়ে পড়ল টম্যাটোর ওপর। ও কাছেই গুড়ি মেরে আসছিল। 'আরে—আরে এ আবার কে?' লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।

টম্যাটো এবার যা করল তা সত্যিই দারুণ বুদ্ধিমানের কাজ। সামনে টেবিলে রাখা ছিল বেশ অনেকগুলো কাঁচের কাপ ডিস আর চিনামাটির পাত্র। টম্যাটো নিমেষের মধ্যে সেগুলো তুলে নিয়ে টপাটপ লোক দুটোর দিকে ছুঁড়তে সুরু করল। আর সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'ধর! ধর!'

লোকদুটো নিদারুন ঘাবড়ে গিয়ে একেবারে পড়ি কি মরি করেই ছুটল যেদিকে নজর যায়। টম্যাটোও চিৎকার করতে করতে তাড়া করল।

দুমিনিট পরেই একটা হুড়মুড় শব্দ ভেসে এল সামনে থেকে। সঙ্গে দারুণ আর্তনাদ।

টম্যাটো থমকে দাঁড়াল। ব্যাপারটা কি? তারপরেই সব কিছু

ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। লোক দুটো নির্ঘাৎ সেই কয়লার ঘরের ফোকরের মধ্যে পড়ে গেছে। দারুণ হাসি পেল এবার টম্যাটোর।

টম্যাটো একটা বুদ্ধি বাতলে তাড়াতাড়ি কয়লার ঘরের সেই ফোকরের সামনে হাজির হয়ে প্রথমেই ভাঙা মইটা তুলে নিতে চাইল। ব্যাপারটা বুঝেই লোক দুজনের একজন মই বেয়ে উঠতে গিয়ে ভেঙে টেঙে একাকার।

টম্যাটো ফোকরের সামনে মুখ বাড়াতেই অন্ধকারে দুটো লোককে নাড়া-চাড়া করতে দেখল। টম্যাটোকে দেখেই দুজন লোকই ভয় দেখাতে লাগলেও গ্রাহ্য করল না টম্যাটো। টম্যাটো জানে ওদের কিছুটি করার ক্ষমতা নেই। তাই ও মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল, 'থাকো ওখানে সকাল পর্যন্ত—তারপর পুলিশ টুলিশ আসুক—।' দারুণ খুশি সত্যিই আজ টম্যাটো—আজ একটা রাতের মত রাত!

আস্তে আস্তে এবার টম্যাটো তপু যেখানে বসেছিল সেখানে এসে পড়ল।

'তপুদা, এখন ভাল লাগছে তো? ; বাড়ি যেতে পারবে?' টম্যাটো জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, পারব। মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে,' তপু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে।

আশ্চর্য পরিণতি

সেই অন্ধকার রাতে রাস্তা দিয়ে কিভাবে বাড়ি ফিরল ভাল ভাবে মনে করতে পারল না তপু। টম্যাটোর কাঁধে ভর রেখে দুজনে বাড়ি ফিরে সটান বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

টম্যাটো শুধু শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল চোর কুঠুরির মধ্যে বন্ধ হয়ে ঘনশ্যাম আর টুসি কি করছে। এমন মজাদার ঘটনা ওর জীবনে আর ঘটেনি। চমৎকার একটা টবিতা লিখে ফেলতেই হবে। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল টম্যাটো।

পরদিন সকালে তপুর ডাকে ঘুম ভাঙল টম্যাটোর।

'এ্যাই টম্যাটো, ওঠ, ওঠ। কত বেলা হয়ে গেল রে।'

'ওঃ তপুদা, তুমি,' টম্যাটো তড়াক করে উঠে বসল।

'কি করে বাড়ি ফিরলাম রে টম্যাটো? কাল রাত্তিরে কি হয়েছিল রে?' তপু জানতে চাইল। 'তুই কোথা থেকে টুসিকে নিয়ে হাজির হলি?'

'তোমাকে অনুসরণ করেছিলাম যে,' মুচকি মুচকি হাসতে লাগল টম্যাটো, 'এমন একখানা গল্প তোমাকে শোনাবো—।'

'শিগগীর বল। আমার তর সইছে না। এবার সুপার চাকলাদারকে যেভাবেই হোক জানাতেই হবে,' তপু বলে।

'বলছি তপুদা। সব ব্যাপারটাই চমৎকার করে তোমার জন্যে শেষ করে রেখেছি,' হাসতে হাসতে বলে টম্যাটো।

'তার মানে? হাসি থামিয়ে ব্যাপারটা খুলে বল তো,' তপু তাড়া লাগাল।

'ব্যাপারটা হল মামা আর টুসি চোর কুঠুরিতে আটক আর ডাকাত দুজন সেই কয়লার ফোকরে বন্ধ,' টম্যাটো হাসিমুখে বলে। 'ওদের যা একখানা ভয় দেখিয়েছি।'

'বলিস কি? সত্যিই তুই একটা চমৎকার ছেলে—কি বলে যে তোকে ধন্যবাদ দেব,' তপু বলার সঙ্গে সঙ্গেই কার ভারি গম্ভীর গলার স্বরে দুজনেই চমকে ফিরে তাকাল।

'কি ব্যাপার তপন, জরুরী চিঠি রেখে এসেছিলে কেন?' সুপার চাকলাদার ঘরে এসে ঢুকলেন।

'স্যার আপনি? দারুণ ব্যাপার, স্যার। আচ্ছা, কুড়ি বছর আগে বিরাট একটা হীরে চুরির কথা আপনার মনে আছে। অমল চৌধুরী বলে একজন চুরি করে জেলে গিয়েছিল—লালকুঠি বলে একটা বাড়ি,' তপু বলে।

'মনে আছে বইকি,' চাকলাদার বললেন, 'আমার তখন খুব অল্প

বয়স। অমল চৌধুরী ধরা পড়ে আর একজনের সঙ্গে—আর একজন কোথায় বেপাত্তা হয়ে যায়। অমল জেলে মারা যায়—অন্য লোকটা কয়েক মাস আগে ছাড়া পেয়েছে। লোকটার ওপর নজর রাখব ভাবছিলাম—হয়তো হীরেগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে সে জানতে পারে। কিন্তু ব্যাপার কি ? ঘটনাটা তো খুবই পুরনো।'

'জানি স্যার। ওই দুজন পলাশডাঙায় ফিরে ওই লালকুঠিতে ঢুকেছিল। তারপর—,' তপু বলতেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাকলাদার বাধা দিলেন, 'ঠিক বলছ তপন ? লোক দুটো কোথায় ?'

'বর্তমানে লালকুঠি অর্থাৎ নব নিকেতনের একটা কয়লার ঘরে আটক। আর এসব কাজই হল আমাদের টম্যাটোর। শুনলে আশ্চর্য হবেন, স্যার,' তপু বলে, 'টম্যাটো হল ঘনশ্যাম গড়গড়ির ভাগ্নে।'

'বলো কি ? কিন্তু গড়গড়িও এর মধ্যে আছে ? কোথায় সে ?' সুপার অবাক হয়ে বললেন।

'মানে—স্যার উনি গোড়ায় অবশ্য ছিলেন। পরে মাঝ পথে ছেড়ে দেন। আর বর্তমানে তিনিও লালকুঠির চোরা কুঠুরিতে আটক,' তপু বলে।

কেউ কোন জবাব দেয় না। গম্ভীর হয়ে এবার সুপার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাকে নিয়ে ঠাট্টা করোনি আশা করি, তপন ?'

'না, স্যার। সেসব নয়। ওখানে যাবেন এখনই ?' তপু জানতে চাইল।

'বিশ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি। কয়েকজন লোক আনতে হবে। তোমরা ওখানেই চলে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা কর,' সুপার চাকলাদার বেরিয়ে গেলেন।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই পঞ্চপাণ্ডবের দলও হৈ হৈ করতে করতে লালকুঠির সামনে এসে হাজির হয়ে গেল। সকলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের

জন্যে অপেক্ষা করতে না করতেই গাড়িতে চড়ে হাজির হলেন সুপার চাকলাদার। সঙ্গে চার-পাঁচজন পুলিশ।

সুপার গাড়ি থেকে নেমেই সোজা তপুর কাছে চলে এলেন।

'তপন, এবার কাজ সুরু কর। পথ দেখাও,' সুপার তপুর পিঠ চাপড়ে বললেন।

'তার আগে বেচারি ঘনশ্যাম গড়গড়িকে আগে মুক্তি দেয়া উচিত, স্যার। সঙ্গে আমার টুসিও আছে, স্যার। একটা কথা স্যার, মিঃ গড়গড়ি হয়তো—মানে, উনি ক্ষেপে হয়তো আগুন হয়ে আছেন।'

'তার জন্যে চিন্তা নেই,' একটু কঠিন স্বরেই জবাব দিলেন সুপার। তারপর পঞ্চপাণ্ডবদের বাকি সকলকে দেখে বলে উঠলেন, 'আরে সকলেই হাজির দেখতে পাচ্ছি। চমৎকার। লালীও আছে, বাঃ।'

সকলকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে গিয়ে চোরকুঠরির দরজার শিকল খুলে দিল তপু। সঙ্গে সঙ্গেই একলাফেই প্রায় তপুর কোলে চড়ে বসল টুসি। তারপর তপুর গালটাল চেটে একাকার।

তপু টুসিকে আদর করে যেই বলল, 'আস্তে রে টুসি, আস্তে,' ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন ঘনশ্যাম। তারপর তপুকে দেখতে পেয়েই দারুণ বেগে তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'সব কিছুর গোড়ায় তুমিই, তপন মিত্তির,' হুঙ্কার ছাড়লেন ঘনশ্যাম। 'ব্যাঙাচি কোথাকার! সারা রাত আমাকে আটকে রেখে···ওঃ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট চাকলাদার স্যার, আপনি···নমস্কার স্যার, আপনাকে দেখতে পাইনি। এই তপন মিত্তিরের বিরুদ্ধে আমার নালিশ আছে, স্যার। পুলিশের কাজে খালি নাক গলানো—।'

'যথেষ্ট হয়েছে গড়গড়ি, থামো,' সুপার বলে উঠলেন, 'সেই লোক দুজন কোথায় তপন?'

ঘনশ্যাম কথাটা শুনে একেবারে থ। লোক দুটো আবার কোথা

থেকে এল ? সকলের সঙ্গে গড়গড়ি কয়লার ঘরের দিকে এগোলেন বাধ্য হয়েই।

কয়লার ঘরের সেই ফোকরের সামনে এসে একজন পুলিশ চীৎকার করে বলল, 'উঠে এস—আমরা জানি হীরে চুরির মামলায় তোমরাই আসামী ছিলে।'

শেষ পর্যন্ত লোক দুটোকে অতি কষ্টে উপরে তোলার পর একজন বলে উঠল, 'বলছি সব কথা—আমাদের কোন দোষ নেই। শুধু এই বাড়িটা কেবল দেখতে এসেছিলাম।'

'মাঝ রাত্তিরে কেউ খালি বাড়ি দেখতে আসে না,' সুপার কড়া গলায় বললেন, 'তপন চল, অন্য কোথাও বসে এ ব্যাপারে কথা বলা যাক। এরা পুলিশের জিম্মায় থাক।'

'কথা বলার কিছু নেই স্যার। সব ব্যাপারটা আমিই ফয়সালা করেছিলাম। ওই তপন মিত্তির এসে—,' ঘনশ্যাম কথাটা বলতে যেতেই সুপার বাধা দিলেন, 'থামো গড়গড়ি। তপন, আসল ব্যাপারটা কি ?'

'বলছি, স্যার। কুড়ি বছর আগের সেই হীরে চুরি এরাই অমল চৌধুরীর সঙ্গে মিলে করেছিল। ওরা সেই হীরে উদ্ধার করে নিজেরাই চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে হালদার বলে একজনকে এ বাড়ি থেকে মিঃ গড়গড়িকে দিয়ে তাড়ায়··· !'

'তাদের আমিই তাড়িয়েছি স্যার। হালদার লোকটা বিশ্বাস-ঘাতক—,' ঘনশ্যাম কথা বলতেই বাধা দিলেন সুপার।

'আঃ থামো, গড়গড়ি। তপন, বলে যাও।'

'স্যার, আমরা লোক দুটোকে গোড়া থেকেই সন্দেহ করছিলাম তাই ওদের পেছন ছাড়িনি—আমাদের সন্দেহ ছিল হীরেগুলো এই বাড়িতেই লুকিয়ে রাখা আছে। তাই আমরাও খুঁজতে এসেছিলাম,' তপু বলে।

'ফুঃ!' ঘনশ্যাম হতাশ হয়ে বলে উঠলেন।

'আমরা হীরে পাইনি—কিন্তু টম্যাটো ডাকাত দুজনকে ওই ফোকরে আটকে রাখে আর মিঃ গড়গড়িও বন্দী হন,' তপু কথা শেষ করল।

'কিন্তু গড়গড়ি বন্দী হল কি করে?' সুপার সন্দেহজনক ভাবে টম্যাটোর দিকে তাকালেন।

'না স্যার, মামাকে আমি বন্দী করে রাখিনি—সত্যি বলছি স্যার। ওই লোক দুটোই বন্দী করেছিল,' টম্যাটো তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

'কিন্তু হীরেগুলো কোথায় রাখা আছে জানো, তপন? লোক দুটো কোন হদিশ দিয়েছে?' সুপার প্রশ্ন করলেন।

'না স্যার,' তপু বলে।

'তাহলে সব ব্যাপারটাই ফাঁকা আওয়াজ?' হতাশ শোনাল সুপারের গলা। 'কিন্তু কোথায় থাকতে পারে আন্দাজ করতে পারো তপন?'

'হ্যাঁ স্যার—তা চেষ্টা করলে পারি,' তপু হাসিমুখে বলতেই সবাই একেবারে চমকে গেল। বলে কি তপু!

'আন্দাজ করতে পারো?' সুপারও অবাক হলেন।

'হ্যাঁ স্যার। শুধু একজন কলের মিস্ত্রী চাই,' তপু বলে।

'কলের মিস্ত্রী?' সুপার জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, স্যার আসুন আমার সঙ্গে,' তপু উঠে দাঁড়ায়।

সবাই মিলে আবার রান্নাঘরে এসে ঢুকতেই তপু জলের পাইপটা দেখিয়ে বলে, 'এটাকে কাটতে হবে স্যার।'

তপুর দিকে একবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুপার একজন পুলিশকে একটা করাত আনতে হুকুম দিলেন।

পুলিশটি করাত নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তপু বলে, 'স্যার, জলের এই পাইপটা কাটতে বলুন।'

'জলের পাইপ কাটতে হবে। মানে?' সুপার অবাক হয়ে বললেন।

'হ্যাঁ স্যার,' আমার সন্দেহ এর মধ্যেই হীরেগুলো লুকনো আছে,' তপু বলে।

'বলো কি? বুধন সিং, কাটো পাইপ.' সুপার হুকুম করলেন।

বুধন সিং নামের পুলিশটি পাইপ কাটতেই ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়ল গোটা দুই ছোট আকারের কিছু। তপু তৎক্ষণাৎ সে দুটো তুলে নিয়ে সুপারের হাতে দিয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল, 'এই দেখুন স্যার—হীরে!'

সুপারের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের সকলে আর টম্যাটোও দারুণ অবাক হয়ে হীরে দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে হীরে দুটো থেকে।

'হুঁ, হীরে তাতে সন্দেহ নেই। পাইপের মধ্যে আরও আছে নিশ্চয়ই, বুধন সিং, এখানে পাহারায় থাকো,' সুপার খুশি ভরা গলায় বললেন, 'তপন, তোমার কাজের তুলনা হয় না—এর জন্যে তোমার মেডেল পাওয়া উচিত। তাই না গড়গড়ি?'

ঘনশ্যাম অবশ্য তা মোটেও ভাবলেন না। তিনি তখন দারুণ জোরে নাক ঝাড়তে ব্যস্ত। তপন মিত্তির সম্পর্কে কোন কথা বলতে রাজি নন ঘনশ্যাম একটুও। ওই হোঁদল কুতকুত এবারেও বাজিমাৎ করেছে।

সুপার এবার তাকালেন টম্যাটোর দিকে, 'টম্যাটো তুমিও যা করেছে তার তুলনা নেই—পুরস্কার তুমিও পাবে।'

টম্যাটো কথাটা শুনে একেবারে লালটাল হয়ে একাকার।